ডিসেম্বর

৩রা ডিসেম্বর

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, পুরোহিত

[বাংলাদেশে, মিশনদেশসমূহের প্রতিপালক - ভারতীয় উপমহাদেশে পর্ব]

পর্ব

প্রথম পাঠ - সাধারণ ব্যবস্থা : পালক, পৃঃ ২১২৪।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইগ্নাসের কাছে সাধু ফ্রান্সিসের পত্র **পত্র ৪ (১৫৪২), ৫ (১৫৪৪)**

ধীক আমাকে, যদি বাণীপ্রচার না করি

আমরা [ভারতবর্ষে] নবদীক্ষিতদের গ্রামে গ্রামে সফরে গেলাম; এ নবদীক্ষিতরা অল্প কয়েক বছর আগেই খ্রীষ্টীয় সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণ করেছিল। এই অঞ্চল অনুর্বর ও গরিব বিধায় এখানে পর্তুগিজেরা বাস করে না; পুরোহিতদের অভাবে স্থানীয় খ্রীষ্টানেরাও, তারা যে খ্রীষ্টান, একথা ছাড়া কিছুই জানে না। এমন কেউ নেই যে ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করবে, এমন কেউ নেই যে বিশ্বাসোক্তি, প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও ঐশবিধানের দশ আজ্ঞা তাদের শিখিয়ে দেবে। এজন্য যখন এখানে এসে পৌঁছেছি, সেদিন থেকে কিছুক্ষণের মতও আমি কখনও থামিনি; অধ্যবসায়ের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে, যারা এখনও দীক্ষা পায়নি, সেই সকল ছেলেমেয়েকে দীক্ষাস্নাত করি। এইভাবে আমি বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়েদের ত্রাণ করলাম—তারা এমন অবস্থায় ছিল যে, বলতে গেলে, কোনটা ডান হাত, কোনটা বাঁ হাত, তাও জানত না। এমনকি, আমি কয়েকটি প্রার্থনা না শেখানো পর্যন্ত সেই ছেলেমেয়েরা আমাকে ছাড়ে না : প্রাহরিক উপাসনা পালন করতে দেয় না, খেতে ও বিশ্রাম নিতেও দেয় না : তখন আমি একথা বুঝতে লাগলাম, স্বর্গরাজ্য সত্যি তাদেরই!

সুতরাং, যেহেতু তাদের তেমন যথার্থ চাহিদা পূরণ না করলে আমার গুরু অন্যায় হয়, সেজন্য পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার স্বীকারোক্তি নিয়ে শুরু করে আমি প্রেরিতদূতদের বিশ্বাসোক্তি, প্রভুর প্রার্থনা ও দূতের বন্দনা তাদের শেখাতে লাগলাম। তখন অনুভব করলাম, তারা কতই না মেধাবী, এমনকি খ্রীষ্ট-বিধানে শিক্ষা দেওয়ার মত কেউ থাকলে আমার কোন সন্দেহ নেই, তারা উত্তম খ্রীষ্টান হবে।

এখানে অনেক লোকে যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাদের খ্রীষ্টান করবে তেমন লোকের অভাব। মাঝে মাঝে আমার খুব ইচ্ছে হয়, আমি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ঘুরে আসি, বিশেষ করে প্যারিশে; আর সেখানে দাঁড়িয়ে যাদের পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে ভালবাসা অনেক কম, তাদের কাছে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলি, দেখ, তোমাদের অবহেলার জন্য কত লোক স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে নরকেই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে!

আহা, তারা যেইভাবে কলাবিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত, সেইভাবে যদি এবিষয়েও মন দিত! ঈশ্বর তাদের যে জ্ঞান ও মেধা দিয়েছেন, তাঁর কাছে যে একদিন তার জন্য কৈফিয়ত দিতেই হবে, একথাটা যদি তারা চিন্তা করত, তাহলে তাদের মধ্যে অনেকেই এচিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে ঐশবিষয় ধ্যান করতে করতে অনুভব করতে পারত তাদের অন্তরকে ঈশ্বর কী বলেন। এবং যত কামনা-বাসনা ও জাগতিক ব্যাপার ফেলে রেখে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিত। তারা অন্তর থেকে নিশ্চয় চিৎকার করে বলত: প্রভু, এই যে আমি আছি। আমাকে দিয়ে তুমি কী করতে চাও? তোমার যেখানে ইচ্ছে আমাকে পাঠাও, প্রয়োজন হলে ভারতবর্ষেও।

শ্লোক লুক ১০:২; শিষ্য ১:৮

প্র ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প;

উ ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

প্র তোমরা সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম লাভ করবে, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন, তখন পৃথিবীর

প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

℣ ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

৪ঠা ডিসেম্বর

দামাস্কাসের সাধু যোহন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - দামাস্কাসের সাধু যোহন-লিখিত 'বিশ্বাস স্বীকার' **১ম অধ্যায়**

প্রভু, তোমার শিষ্যদের সেবা করতেই তুমি আমাকে আহ্বান করেছ

তুমি, প্রভু, আমার পিতার পাঁজর থেকে আমাকে বের করে এনেছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে গঠন করেছ; তুমি উলঙ্গ শিশু আমাকেই আলোতে টেনে এনেছ, কেননা আমাদের প্রকৃতির নিয়ম সততই তোমার আদেশ মেনে চলে। তুমি পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ দ্বারা আমার সৃষ্টি ও আমার অস্তিত্বের ব্যবস্থা করেছ, মানুষের ইচ্ছা অনুসারে নয়, রক্তমাংসের কামনা অনুসারেও নয়, বরং তোমার অবর্ণনীয় অনুগ্রহ অনুসারে। তুমি আমার জন্মের এমন ব্যবস্থা করেছ যা আমাদের প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে, কেননা তুমি তোমার আপন সন্তান বলেই আমাকে আলোতে টেনে এনেছ ও তোমার পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মণ্ডলীর শিষ্যদের মধ্যে আমাকে তালিকাভুক্ত করেছ। তুমি আত্মিক দুধে আমার পুষ্টিসাধন করেছ, এমন দুধ যা তোমার ঐশবচনগুলিরই দুধ। তুমি আমাকে তোমার পবিত্রতম একমাত্র পুত্র আমাদের ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টের দেহের শক্ত খাদ্যে পরিপুষ্ট করেছ, ও তাঁর জীবনদায়ী রক্তের দিব্য পানপাত্রে আমাকে উল্লসিত করেছ—সেই যে রক্ত তিনি সারাবিশ্বের পরিত্রাণের জন্য পাত করলেন।

কেননা তুমি, প্রভু, আমাদের ভালবেসেছ, এবং আমাদের মুক্তির জন্য আমাদের নয়, তোমার একমাত্র পুত্রকেই বলিরূপে বেছে নিয়েছ, আর তিনি মনঃক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং স্বেচ্ছায়ই সেই ভার বহন করলেন, এমনকি বলিদানের জন্য পূর্বনিরূপিত ব্যক্তির মত তিনি নিরপরাধী মেষশাবকরূপে নিজে থেকেই নিজেকে সঁপে দিলেন, কেননা ঈশ্বর হয়ে তিনি মানুষ হলেন ও স্বেচ্ছায় নিজেকে নমিত করে তাঁর আপন পিতা ঈশ্বর সেই তোমারই কাছে নিজেকে বাধ্য করলেন *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত।*

তাই ক'রে, হে আমার ঈশ্বর খ্রীষ্ট, নিজেকে অবনমিত করেছ হারানো মেষ এই আমাকে কাঁধে তুলে নেবার জন্য, আমাকে নবীন ঘাসের চারণমাঠে চরিয়েছ, ন্যায় ধর্মশিক্ষার জলে আমার পুষ্টিসাধন করেছ তোমার পালকদের দ্বারা, যাঁরা তোমারই দ্বারা পালিত হয়ে পরবর্তীকালে তোমার মনোনীত ও উৎকৃষ্ট পালকে পালন করেছেন।

এখন, প্রভু, তোমার পৌরোহিত্যের মধ্য দিয়ে তুমি আমাকে তোমার শিষ্যদের সেবা করতে আহ্বান করেছ। কোন্ সঙ্কল্প অনুসারে তুমি তাই করেছ, আমি তা জানি না, তুমি মাত্র জান। তবু, হে প্রভু, আমার পাপরাশির ভারী বোঝা লঘুভার কর—ভারী অপরাধে অপরাধী তো আমি!—আমার মন ও আমার অন্তর পরিশুদ্ধ কর; আলোময় প্রদীপের মত তুমিই আমাকে সরল পথে চালিত কর; আমি মুখ খুললে আমাকে উপযুক্ত বাণী বলতে দাও, তোমার পবিত্র আত্মার অগ্নিময় জিহ্বা দ্বারা আমাকে সুস্পষ্ট ও বাক্‌পটু জিহ্বা দান কর যেন তোমার উপস্থিতি আমাকে নিত্যসহায়তা করে।

আমাকে পালন কর, প্রভু, আমার সঙ্গে তুমিও অন্যান্যদের পালন কর, যাতে আমার হৃদয় ডান দিকে বা বাঁ দিকে আমাকে আনত না করে, তোমার আত্মাই বরং যেন সরল পথে আমাকে চালিত করেন, যাতে আমার কাজকর্ম তোমার ইচ্ছা অনুসারে হয়, শেষ পর্যন্ত তাই হয়।

আর তুমি, হে সিদ্ধ পবিত্রতার উৎকৃষ্ট শিখর, হে সুন্দরতম মণ্ডলীর জনসমাজ, তুমি যে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য যাচনা কর, তুমি যে ঈশ্বরের বিশ্রামস্থান, আমাদের হাত থেকে নির্ভুল বিশ্বাসতত্ত্ব গ্রহণ কর; সেই বিশ্বাসেই মণ্ডলী দৃঢ়তর হয়ে উঠুক যেইভাবে আমাদের পিতৃগণ তা সম্প্রদান করলেন।

শ্লোক মালাখি ২:৬; সাম ৮৯:২২

প্র তার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না,

উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

প্র প্রভুর উক্তি: আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে, আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।

উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

৫ই ডিসেম্বর

সাধু সাবা, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - শিতোপলির বিশপ সিরিল-লিখিত 'সাধু সাবার জীবনচরিত' ২৮ অধ্যায়

আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার মানুষ

আমাদের আব্বা সাবা সমদর্শী মানুষ ছিলেন, তাঁর ব্যবহার মধুর ও অতি সরল ছিল, আবার তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও আধ্যাত্মিক সদ্বিবেচনায় পূর্ণ। তিনি কৃত্রিম ভালবাসায় নয়, সত্যকার ও গভীর ভালবাসায়ই আমাদের আব্বা থেওদসকে ভালবাসতেন, আর তিনিও তেমন ভালবাসার বিনিময়ে সত্যকার ভালবাসায় তাঁকে ভালবাসতেন। দু'জনেই ছিলেন আলোর সন্তান, দিবালোকেরই সন্তান, ঈশ্বরের মানুষ, বিশ্বস্ত সেবক, সত্যের স্তম্ভ ও অবলম্বন, উদার বাসনার মানুষ—এবিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

দু'জনে ক'রে তাঁরা গোটা সন্ন্যাস সঙ্ঘকে স্বর্গরাজ্যের দিকে চালিত করতেন। থেওদসই ছিলেন ঐক্যবদ্ধ জীবনবাসীদের সমস্ত পুণ্য দলের মাথা, দিশারী ও মহাধ্যক্ষ; সাবা ছিলেন সকল এককবাসীদের প্রথম ব্যক্তি, মাথা ও বিধানকর্তা, অর্থাৎ সেই সকলেরই বিধানকর্তা যাঁরা নির্জন কুটিরে বাস করা বেছে নিয়েছিলেন। এ কুটিরগুলির এক একটি সমষ্টিকে 'লাউরা' বলত। আর্চবিশপ সাল্লুস্তিউস সকল সন্ন্যাসীর ব্যক্ত বাসনায় ঈশ্বরের এ দু'জন দাসকে মহাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করেছিলেন, কেননা তাঁরা ছিলেন প্রান্তরনিবাসী, সম্পূর্ণরূপে গরিব, ঐশবিষয়ে উত্তমরূপে দক্ষ, সন্ন্যাসজীবনের নিয়ম ও সদাগ্রহের যোগ্যতম পন্থী; এমনকি তাঁরা অনেককেই ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত করেছিলেন। তাঁরা মাঝে মাঝে একে অপরকে দেখা করতে যেতেন, তখন নিজেদের মধ্যে তাঁদের কথোপকথন ছিল নিতান্ত আত্মিক প্রেরণায় পূর্ণ, আবার পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার স্বাধীনতায়ও পূর্ণ। সাধু সাবা পূজনীয় থেওদসকে বলতেন, হে আমার প্রভু আব্বা, তুমি তো বহু শিষ্যদের একটি দলের মহন্ত বটে, আমি কিন্তু বহু মহন্তদের মহন্ত, কেননা আমার অধীনস্থদের এক একজন নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী, এক একজন তাঁর নিজের কুটিরের মহন্ত।

তিনি ঐক্যবদ্ধ জীবনবাসীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং যত্ন করে এমন মানুষদের গ্রহণ করলেন যারা বয়সে পরিপক্ক ও সন্ন্যাসজীবনের সদাগ্রহে উৎকৃষ্ট। যখন এমন সাধারণ লোক গ্রহণ করতেন যারা সংসার ত্যাগ করতে চাইত, তখন তিনি সেই মঠে তাদের বাস করতে দিতেন না, লাউরার কুটিরগুলিতেও নয়, তিনি বরং লাউরার উত্তর দিকে ছোট্ট একটা মঠ তৈরি করে সেখানে ত্যাগী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে পাঠাতেন; নবাগতরা সেইখানে থাকবে, সামসঙ্গীত-মালা ও সামসঙ্গীত-পরিবেশনের নিয়মগুলি শিখবে এবং প্রবীণদের দ্বারা সন্ন্যাস আচরণ ক্ষেত্রে পুরা গঠন গ্রহণ করবে। সাবা সবসময় বলতেন, বিজনাশ্রমী সন্ন্যাসীকে হতে হবে সদ্বিবেচনায় পূর্ণ, অধ্যবসায়ী, সাহসী, মিতাচারী, জাগ্রত, সমদর্শী, শিক্ষাদানে উপযুক্ত, ধর্মশিক্ষায় ধনহীন নয়, দেহের সকল অঙ্গ সংযত রাখতে ও মনকে দৃঢ়তার সঙ্গে শাসন করতে সক্ষম। শাস্ত্র অনুসারে তেমন মানুষ তারই মত পরিগণিত, যে মানুষ একমন একহৃদয় হয়ে একস্থানে বাস করতে পারে: *যারা একহৃদয়, প্রভু তাদের এক-ঘর দিলেন।*

নির্জন জীবনের এ সকল প্রার্থী সামসঙ্গীত-পরিবেশনের নিয়মগুলি ভাল করে শিখেছে কিনা, মনকে শাসন করতে, জাগতিক সবকিছু থেকে স্মৃতি পরিশুদ্ধ করতে ও ঈশ্বর-বিরুদ্ধ যত চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারত কিনা, এসব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সাবা লাউরায় তাদের একটা কুটির দিতেন; এমনকি তারা পারলে, তিনি আদেশ দিতেন তারা নিজেরাই তা নির্মাণ করবে, এবং বলতেন, যে কেউ এখানে তার নিজের কুটির নির্মাণ

করে, বা আর একটাকে নির্মাণ করে, তাকে গণ্য করা হবে সে যেন ঈশ্বরের মণ্ডলীকেই নির্মাণ করেছে।

শ্লোক সিরা ৩:১; সাম ৩৪:১২ দ্রঃ

প্র প্রজ্ঞার সন্তানেরাই ন্যায়মণ্ডলী, তাদের বংশই বাধ্যতা ও ভালবাসা।
উ সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।
প্র এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়।
উ সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

৬ই ডিসেম্বর

সাধু নিকোলাস, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **১২৩শ বিভাগ ৫**

ভালবাসার শক্তি মৃত্যুর আশঙ্কা জয় করুক

প্রভু যা ভাল করে জানতেন, আগে তিনি একবার নয়, দু'বার ও তিন তিনবারই তা জিজ্ঞাসা করেন, তথা পিতর তাঁকে ভালবাসেন কিনা; আর তিনবার করে তিনি পিতরের মুখ থেকে শোনেন, তিনি তাঁকে ভালবাসেন; আবার তিনবার করে তিনি পিতরের কাছে তাঁর আপন মেষদের পালন করতে আদেশ দেন।

পিতর যেমন তাঁকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, তিনি তেমনি এবার তাঁর ভালবাসা তিনবার করেই স্বীকার করেন, যে জিহ্বা ভয়ের সেবা করেছিল, সেই জিহ্বা যেন ভালবাসার কমই সেবা না করে, এবং যেন মনে না হয় যে, বর্তমান জীবনের চেয়ে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুই তাকে বেশি কথা বলিয়েছে। যেমন মেষপালককে অস্বীকার করা ভয়ের লক্ষণ হয়েছিল, তেমনি এখন ভালবাসার দায়িত্ব হোক প্রভুর মেষপালকে পালন করা।

মেষগুলি খ্রীষ্টের নয়, আমার—যারা এ মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টের মেষগুলিকে পালন করে, তারা প্রমাণ করে, তারা খ্রীষ্টকে নয় নিজেদেরই ভালবাসে, কেননা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা দেখানো, সহযোগিতা দেওয়া ও তাঁর মনোমত কাজ করা, এধরন ভালবাসা দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত নয়, তারা বরং গৌরব, শাসন ও অর্থলাভের অন্বেষা দ্বারাই চালিত। যাদের উদ্দেশ করে প্রেরিতদূত খ্রীষ্টের নয় নিজেদেরই স্বার্থের অন্বেষী বলে ভর্ৎসনা করেন, খ্রীষ্টের বারবার উচ্চারিত সেই বাণীর ফলে তাদেরই সতর্ক হওয়া উচিত। *তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর*, একথার অর্থ হল, যদি আমাকে ভালবাস, নিজেকে লালন-পালন করার চিন্তা করো না, মেষগুলিকেই পালন কর, আর সেগুলিকে তোমার নিজের ব'লে নয়, আমারই মেষ বলে পালন কর; তাদের পালন করায় তোমার গৌরব নয়, আমারই গৌরব, তোমার শাসন নয়, আমারই শাসন ও তোমার লাভ নয়, আমারই লাভের অন্বেষণ কর—যদি না তাদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হতে চাও যারা বিপদ-কালের মানুষ, অর্থাৎ কিনা যারা নিজেদেরই ভালবাসে ও সেই সমস্তও ভালবাসে যা অনিষ্টের মূল এ আত্মভালবাসা থেকে উদ্গত।

সুতরাং যারা খ্রীষ্টের মেষগুলিকে পালন করে, তারা যেন নিজেদের ভাল না বাসে, ফলে তারা যেন নিজেদের মেষ বলে নয়, খ্রীষ্টেরই বলে তাদের পালন করে। যারা খ্রীষ্টের মেষগুলিকে পালন করে, তারা খ্রীষ্টের নয়, নিজেদেরই স্বার্থের অন্বেষণ করবে, আর এর ফলে খ্রীষ্টের রক্ত যাদের জন্য পাতিত হয়েছে, সেই মেষগুলিকে তারা নিজেদেরই কামনা-বাসনায় বশীভূত করবে, এ হল সেই অনিষ্ট যা তাদের পক্ষে যথাসাধ্য এড়াতে হবে।

খ্রীষ্টের মেষগুলিকে যে পালন করে, তাঁর প্রতি তার ভালবাসা এমন আত্মিক মহা উদ্দীপনায় বৃদ্ধিলাভ করার কথা যা মৃত্যুর সেই স্বাভাবিক ভয়কেও জয় করবে, যে ভয়ের ফলে খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করতে চাইলেও আমরা মরতে চাই না। কিন্তু যতই বড় হোক মৃত্যুর আশঙ্কা, সেই ভালবাসারই শক্তি দিয়ে তা জয় করতে হবে, যে ভালবাসায় আমরা তাঁকে ভালবাসি যিনি আমাদের জীবন হওয়ায় আমাদের খাতিরে মৃত্যুকেও বরণ করতে চাইলেন।

বাস্তবিকই মৃত্যুর যদি কোন আশঙ্কা বা কিঞ্চিৎ আশঙ্কা মাত্র না থাকত, তাহলে সাক্ষ্যমরদের গৌরব তত মহান হত না। কিন্তু যিনি আপন মেষগুলির জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, সেই উত্তম মেষপালক যখন আপন মেষগুলির মধ্য থেকে এতই বহু সাক্ষ্যমরের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তখন যাদের তিনি আপন মেষগুলিকে পালন করার, অর্থাৎ শিক্ষাদান ও পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন, তাদের পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত ও রক্তদান পর্যন্তও সত্যের সপক্ষে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আরও কতই না প্রয়োজন! এজন্য তাঁর যন্ত্রণাভোগের আদর্শের সামনে কেইবা দেখবে না যে, যখন বহু মেষগুলিও তাঁর অনুকরণ করেছে, তখন মহত্তর কারণেই মেষপালকদেরও মেষপালকের অনুকরণ ক'রে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে! কেননা একমাত্র মেষপালের মধ্যে সেই একমাত্র মেষপালকের অধীনে মেষপালকেরা নিজেরাও মেষ। বস্তুতপক্ষে যিনি সকলের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তিনি তো সকলকেই আপন মেষ করেছেন, কেননা সকলের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করার জন্য তিনি নিজেও নিজেকে মেষ করেছিলেন।

শ্লোক সিরা ৪৫:৩; সাম ৭৮:৭০,৭১ দ্রঃ

প্র প্রভু ক্ষমতাশালীদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন, তাঁকে আপন জনগণের উপরে অধিকার দিলেন,
উ ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।
প্র তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন তাঁর আপন জাতিকে চরাবার জন্য,
উ ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

৭ই ডিসেম্বর

সাধু আম্ব্রোজ, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি **পত্র ২:১-২,৪-৫**

তোমার বাণীর অনুগ্রহ শ্রোতাদের মন জয় করুক

তুমি পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছ, এবং জাহাজ-মণ্ডলীর পশ্চাদ্ভাগে বসে জাহাজটি তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে চালনা করছ। শক্ত করে ধর বিশ্বাসের হাল, যাতে এ সংসারের তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা তোমাকে আলোড়িত না করতে পারে। সাগর তো সত্যি বিপুল, সত্যি অসীম; তুমি কিন্তু ভয় পেয়ো না, কেননা *তিনিই সাগরের জলরাশির উপরে তা স্থাপন করলেন, নদনদীর উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন।*

এজন্য, ঠিক একারণেই, জগতের যত গতিধারার মধ্যে থেকেও প্রভুর মণ্ডলী প্রৈরিতিক পাথরের উপরে নির্মিত হয়ে অচলা থাকে ও সাগরের ঝড়তুফানের প্রকোপের বিরুদ্ধে তার অটল ভিত্তিতে টিকেই থাকে। তরঙ্গরাশি দ্বারা সে আঘাতগ্রস্ত বটে, কিন্তু টলে না; আর যদিও জগতের শক্তিগুলো বারে বারে তার গায়ে আঘাত হেনে তর্জন-গর্জন করে, তবু তার এমন সুনিশ্চিত ত্রাণবন্দর রয়েছে যেখানে সে পরিশ্রান্ত মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে। তথাপি সাগরের মাঝে তরঙ্গরাশি দ্বারা আলোড়িত হয়েও সে নদীপথেও দ্রুতবেগে বেয়ে চলে, বিশেষভাবে সেই নদনদীর উপর দিয়ে যা বিষয়ে লেখা আছে, *নদনদী তোলে কণ্ঠস্বর।* কেননা এমন নদনদী রয়েছে যেগুলি তারই অন্তর থেকে নির্গত, খ্রীষ্টের কাছেই যে পান করেছে ও ঈশ্বরের আত্মাকে যে লাভ করেছে। এই নদনদীই আত্মিক অনুগ্রহে উপচে পড়েই কণ্ঠস্বর তোলে।

এমন এক নদীও রয়েছে, যা খরস্রোতের মতই তার আপন পুণ্যজনদের মাঝে বয়ে যায়। এমন এক নদীর প্রবাহও রয়েছে, যা শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মানবাত্মাকে আনন্দিত করে তোলে। যে কেউ এ নদীর পরিপূর্ণতার একটি অংশ নিয়েছে, সুসমাচার-রচয়িতা যোহন এবং পিতর ও পলের মত সে-ই তোলে কণ্ঠস্বর; এবং প্রেরিতদূতেরা যেমন আনন্দপূর্ণ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুভসংবাদের কণ্ঠস্বর পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি এ নদীও প্রভু যীশুর কথা প্রচার করতে শুরু করে। সুতরাং তুমিও খ্রীষ্টের কাছ থেকে এ নদী গ্রহণ কর, যেন তোমারও কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে পারে।

খ্রীষ্টের জল সংগ্রহ কর, সেই যে জল প্রভুর প্রশংসা করে; বিভিন্ন স্থান থেকে জল সংগ্রহ কর, সেই যে জল নবীদের মেঘমালাই বর্ষণ করে। যে কেউ পর্বতমালা থেকে জল সংগ্রহ ক'রে নিজের কাছে চালিত করে, কিংবা উৎসধারা থেকেই জল তুলে আনে, সেও মেঘমালার মত পরের উপর তা বর্ষণ করে। অতএব তোমার মনের তলদেশ পরিপূর্ণ করে তোল, যাতে তোমার ভূমি জলময় হয়ে নিজস্ব উৎসধারায় জলসিক্ত হতে পারে। সুতরাং যে অধিক পাঠ করে ও উপলব্ধি করে, সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সে পরকে জলসিক্ত করে; এজন্যই শাস্ত্র বলে, *মেঘপুঞ্জ যখন বর্ষার জলে ভরে যায়, তখন সেই জল মর্তের উপরে বর্ষণ করে।*

তাই তোমার উপদেশ বাক্‌পটু, প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ হোক, যাতে নৈতিক শিক্ষাদানে তুমি জনগণের কানে মাধুর্য সঞ্চার করতে পার ও তোমার বাণীর অনুগ্রহ শ্রোতামণ্ডলীর মন জয় করতে পারে, তুমি যেখানে তাদের চালিত কর, তারা যেন সেখানে তোমার অনুসরণ করে। তোমার সমস্ত কথা সুবুদ্ধিতে পূর্ণ হোক। সলোমনও বললেন, *প্রজ্ঞাবানের ওষ্ঠই প্রজ্ঞার অস্ত্র,* এবং অন্যত্র, *তোমার ওষ্ঠ ধারণাটির সঙ্গে সংযুক্ত হোক,* তার মানে, তোমার উপদেশের পরিবেশন উজ্জ্বল হোক, অর্থ ফুটে উঠুক, নিষ্প্রয়োজন কোন গৌণ ব্যাখ্যার সাহায্য বাদ দিয়েই তোমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হোক; তোমার উপদেশ নিজেই বরং, যেন স্ব-অস্ত্রেই, নিজেকে রক্ষা করুক, কোন বাণী যেন বৃথা না বের হয়, যুক্তিহীন না হয়।

শ্লোক ২ তি ৪:২; সিরা ৪৮:৪,৮ দ্রঃ

প্র বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর

উ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যই।

প্র কে বড়াই করবে, সে তোমার সমকক্ষ? তুমি যে রাজাদের মনে প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মতি জাগিয়েছ

উ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যই।

৮ই ডিসেম্বর

ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব

মহাপর্ব

প্রথম পাঠ - রো ৫:১২-২১

যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল
সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল

ভ্রাতৃগণ, যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে। বাস্তবিকই বিধানের আগেও পাপ জগতে উপস্থিত ছিল; এবং বিধান না থাকলে যদিও পাপ গণ্য করা না যায়, কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশী পর্যন্ত মৃত্যু তাদের উপরেও রাজত্ব করল, যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি; আদম তাঁরই পূর্বচ্ছবি, যাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু পতন যেমন, অনুগ্রহদানও তেমন—এমন তুলনা চলেই না! কেননা সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন বহুজন মৃত্যু ভোগ করল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই একজনমাত্র মানুষের—যীশুখ্রীষ্টেরই—অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল। আরও, সেই একজনের অপরাধ ও সেই দানের মধ্যেও তুলনা নেই; কেননা একটামাত্র অপরাধের ফলে বিচার দণ্ডাজ্ঞা এনে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বহু অপরাধের ফলে অনুগ্রহদান ধর্মময়তা-লাভ এনে দিয়েছে। কারণ সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজন দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর একজন দ্বারা—যীশুখ্রীষ্টই দ্বারা—যারা অনুগ্রহের ও ধর্মময়তা-দানের প্রাচুর্য পায়, তারা যে জীবনে রাজত্ব করবে, তা আরও কতই না নিশ্চিত। এক কথায়, যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে। কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে। আর যখন

বিধান এসে উপস্থিত হল, তখন পাপ বৃদ্ধি পেল; কিন্তু যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে—আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

শ্লোক রো ৫:১২; লুক ১:৩০; সাম ১১৬:৮; ১৮:১৯ দ্রঃ

প্র একজনের মধ্য দিয়ে পাপ এজগতে প্রবেশ করল, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে।
উ ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।
প্র প্রভু মৃত্যু থেকে তোমার প্রাণ নিস্তার করলেন, শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করলেন।
উ ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আনসেলমোর উপদেশাবলি **উপদেশ ৫২**

হে কুমারী, তোমার আশিসে নিখিল প্রকৃতি আশিসধন্য

আকাশমণ্ডল, তারকারাজি, পৃথিবী, নদনদী, দিবস, রাত্রি ও যা কিছু মানুষের প্রভুত্বের অধীনে বা তার উপকারিতার জন্য নিরূপিত হয়েছে, হে মহারানী, তোমার মধ্য দিয়ে হারানো মর্যাদায় একপ্রকারে পুনরুত্থিত হয়েছে ও অবর্ণনীয় নবীন অনুগ্রহ লাভ করেছে বিধায় এসব কিছু আনন্দিত। বাস্তবিকই সবকিছু যেন মৃতই ছিল, কেননা যে আদি মর্যাদার উদ্দেশ্যে তারা নিরূপিত হয়েছিল, তা হারিয়ে ফেলেছিল; তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের প্রভুত্ব বা তার যত প্রয়োজনের সেবায় থাকা যাতে মানুষ নিজ কর্তব্য—ঈশ্বরের প্রশংসাই—পালন করতে পারে। প্রতিমার উদ্দেশ্যেও তারা নিরূপিত হয়নি, তবু যে মানুষ প্রতিমার দাস হয়েছিল, তার অত্যাচারে তারা নিষ্পেষিত হয়েছিল ও তার দুর্ব্যবহারে নিস্তেজ হয়ে গেছিল। এখন কিন্তু যেন পুনরুত্থিত হয়েই তারা আনন্দিত, কেননা এবার সেই মানুষের প্রভুত্বে অধিষ্ঠিত ও তারই সদ্ব্যবহারে অলঙ্কৃত, যে মানুষ ঈশ্বরের স্তুতিগান করে।

নবীন ও অমূল্য অনুগ্রহ লাভেই যেন তারা উল্লাস করেছে, তারা তো অনুভব করেছে যে ঈশ্বর নিজেই, তাদের স্বয়ং স্রষ্টাই ঊর্ধ্ব থেকে অদৃশ্য ভাবে তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন, আর শুধু তাই নয়, তাদের মাঝে দৃশ্যগত ভাবে উপস্থিত হয়ে তিনি তাদের ব্যবহার করেই তাদের পবিত্রিত করে তুলছেন। তেমন মহা মঙ্গলদান ধন্যা মারীয়ার ধন্য গর্ভের ধন্য ফলের মধ্য দিয়েই এসেছে।

তোমার অনুগ্রহের পরিপূর্ণতায়, যত সৃষ্টজীব পাতালে ছিল তারাও মুক্তিলাভের আনন্দে আনন্দিত; আর যারা রয়েছে পৃথিবীর উপরে, তারাও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লসিত। এমনকি, তোমার গৌরবময় কুমারীত্বের গৌরবমন্ডিত পুত্রের জন্য, যে সকল পুণ্যাত্মা তাঁর জীবনদায়ী মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের দাসত্বের সমাপ্তি ঘটেছে বিধায় আনন্দে মেতে ওঠেন, স্বর্গদূতেরাও তাঁদের ধ্বংসিত নগর পুনর্নির্মিত হয়েছে বিধায় মুখরিত।

হে অনুগ্রহে পূর্ণা ও অতিপূর্ণা নারী, তোমার পরিপূর্ণতার আতিশয্যে প্লাবিত হয়ে নিখিল সৃষ্টজীব সতেজ হয়ে ওঠে। হে ধন্যা ও অতিধন্যা কুমারী, তোমার আশিসের মধ্য দিয়ে নিখিল প্রকৃতি আশিসধন্য: সৃষ্টজীব স্রষ্টার আশিসে ধন্য, স্রষ্টাও সৃষ্টজীবের প্রশংসায় ধন্য!

ঈশ্বর যাঁকে নিজ হৃদয় থেকে নিজেরই মত জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁকে নিজেরই মত ভালবাসতেন, তাঁর সেই পুত্রকে ঈশ্বর মারীয়ার কাছে দান করলেন, এবং মারীয়ার গর্ভে তিনি সেই পুত্রকে, অন্য একজনকে নয়, সেই একই পুত্রকেই গঠন করলেন, যাতে করে স্বরূপের দিক দিয়ে তিনি একইসময় ঈশ্বর ও মারীয়ার একই একমাত্র পুত্র হতে পারতেন। সমস্ত জীব ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হল, এবং ঈশ্বর মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করলেন, এবং মারীয়া ঈশ্বরকে প্রসব করলেন। যিনি সবকিছু গড়লেন, সেই স্বয়ং ঈশ্বর মারীয়ার গর্ভে নিজেকে গড়লেন; আর এইভাবে তিনি যা কিছু গড়েছিলেন, তা পুনরায় গড়লেন। যিনি শূন্যতা থেকে সবকিছু গড়তে পেরেছিলেন, সেইসব কিছু বিনষ্ট হলে তিনি মারীয়াকে ছাড়া তা পুনরায় গড়তে চাইলেন না।

সুতরাং ঈশ্বর হলেন সৃষ্টজীবদের জনক আর মারীয়া হলেন নবসৃষ্টজীবদের জননী। ঈশ্বর হলেন প্রতিষ্ঠিত

সবকিছুর জনক আর মারীয়া হলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সবকিছুর জননী। কেননা ঈশ্বর তাঁকে জন্ম দিলেন যাঁর দ্বারা সবকিছু অস্তিত্ব পেল, আর মারীয়া তাঁকে প্রসব করলেন যাঁর দ্বারা সবকিছু পরিত্রাণ পেল। ঈশ্বর তাঁকে জন্ম দিলেন যাঁকে ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব আদৌ থাকে না, আর মারীয়া তাঁকে প্রসব করলেন যাঁকে ছাড়া কোন কিছুতে মঙ্গল থাকতে পারে না।

সত্যি তোমারই সঙ্গে সেই প্রভু, যিনি চাইলেন সমস্ত সৃষ্টি—এমনকি সেগুলোর সঙ্গে তিনি নিজেও—তোমার কাছে ততখানি ঋণী হবেন।

শ্লোক সাম ৩৪:৪; ৮৬:১৩; লুক ১:৪৮

প্র আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর:
উ কেননা আমার প্রতি প্রভুর কৃপা মহান।
প্র এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে,
উ কেননা আমার প্রতি প্রভুর কৃপা মহান।

বিকল্প **(খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - কন্‌স্তান্তিনপলের বিশপ সাধু হেউতিমিওস-লিখিত 'সাধ্বী আন্নার গর্ভধারণের প্রশংসা'

২,৫-৬

আজ শক্তিশালী ঈশ্বর সেই আবাস প্রস্তুত করেন
যা থেকে তিনি মানবেশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন

আজ, যিনি *আশ্চর্য মন্ত্রী, শক্তিশালী ঈশ্বর, শান্তিরাজ, সনাতন পিতা, পিতার নিখুঁত প্রতিমূর্তি,* যাঁর বিচার দুর্জ্ঞেয় ও আপন করতলেই সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন, তিনি নিজেই প্রস্তুত করেন সেই আবাস, সেই সিংহাসন, সেই বাসর, সেই শুচি ও নিষ্কলঙ্ক মাংস যা থেকে তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন। *কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে? কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?*

আজ, যিনি *ঈশ্বরের গভীরতা তলিয়ে দেখেন,* যাঁর দ্বারা আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগিতাপ্রাপ্ত, পরিত্রাণকৃত ও আলোকিত হয়ে উঠি, যাঁর দ্বারা অমরত্ব ও অন্তহীন গৌরব লাভ করি, সেই পূজনীয় সান্ত্বনাদানকারী আত্মা অদৃশ্যভাবে আমাদের কাছে এলেন, এবং আমাদের ঘৃণ্য দশা থেকে মুক্ত ক'রে ও তাঁর পরম আনন্দের সুবাসে পরিপূর্ণ ক'রে তাঁর আপন জ্যোতিতে আমাদের কাছে জীবন ফিরিয়ে দিলেন। তিনি মর্তে নেমে এসে তাঁর আপন সৃষ্টজীবকে পুনরায় ডাকতে চেষ্টা করেন: আহা, কী দুর্জ্ঞেয় মহাদান!

তবু তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর আপন চমৎকার আবাস নির্মাণ করেন, তাঁর আপন রাজপ্রাসাদ গেঁথে তোলেন, সকলের রক্তের চেয়ে অধিকতর নির্মল, নিষ্কলঙ্ক ও উৎকৃষ্ট রক্ত দিয়ে তাঁর আপন অতি পরিষ্কার ও পবিত্রতম তাঁবু প্রস্তুত করেন। আর এসব কিছু তিনি আজই সাধন করেন—হে ঈশ্বর, কী রহস্য!—আজই তো তিনি সেইসব গ'ড়ে, গঠন ক'রে, উত্তমরূপে পবিত্রিত ক'রে, তুলে দেন দাউদ ও যেসের বংশধর, সকলের মধ্যে মনোনীত বংশ সেই উৎকৃষ্টতম ও পরম ধর্মময় নরনারীর হাতে যাঁদের নাম—এক কথায় ও মহা আনন্দেই বলছি!—যোয়াকিম ও আন্না।

কেননা তাঁরাই এক মহা ও উচ্চতম পর্বতকে, এমন সমৃদ্ধ পর্বতকে যা বেয়ে মাধুর্য ও পরমানন্দ ঝরে পড়ে, একটি সিংহাসনকে, একটি রহস্যময় মঞ্জুষাকে, এবং এক মহান ও নিহিত রহস্য প্রকাশ করার জন্য ও *বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলে* দূরবর্তী সবকিছু একতায় সম্মিলিত করার জন্য পূর্বকাল থেকে নিযুক্তা একজন নারীকে গ্রহণ করতে মনোনীত হয়েছেন। সেই কুমারীর উপরে ন্যস্ত যে ভার তা হল, তিনি পাতাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের ও সকল ধর্মাত্মাকে ডেকে আনবেন, ফলে অশুচি আমাদের শুচি করবেন, দত্তকপুত্রত্বকে মঞ্জুর করবেন, আর এমনটি করবেন আমরা যেন আলোর সন্তান হয়ে উঠি; আরো, তাঁর উপরে ন্যস্ত ভার হল, তিনি সমগ্র জগৎকে পবিত্রিত করবেন, তাঁর আপন নিষ্কলঙ্ক পুত্র আমাদের সেই ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের উদারমনা

প্রতিযোগীদের সাহস দেবেন, এবং যারা পুণ্যভাবে সভয়ে ও সকম্পে তাঁর সেবা করে, তিনি কথা বলার সময়ে তাদের কথা ফোটাবেন ও তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সরল অন্তর দান করবেন; আরো, তাঁর উপরে ন্যস্ত ভার হল, অসৎ প্রচারক ও ভণ্ডগুরুদের লজ্জায় অভিভূত ক'রে তিনিই সমস্ত ভ্রান্তমত ধ্বংস করবেন।

হে প্রিয়তমেরা, যাঁকে আজ যোয়াকিম ও আন্না গ্রহণ করতে ও গর্ভধারণ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত হলেন, আমি বলছি, তিনি আশিসধন্যা ও গৌরবমণ্ডিতা, স্বর্গমর্তের সকল সৃষ্টজীবদের উর্ধ্বে উর্ধ্বস্থিতা; তিনি মাতৃস্নেহে তাদের রক্ষা ও সহায়তা করেন যারা পুণ্য ও পবিত্র জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে; তিনি দুঃখীদের অন্তরে সাহস যোগান; অসংখ্য পাপের জন্য যারা আশাভ্রষ্ট, তিনি তাদের আকর্ষণ করে সান্ত্বনা দান করেন; মর্মপীড়িত, শোকার্ত ও দুর্দশাগ্রস্তদের তুলে এনে দাঁড় করান ও অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেন; যারা দুরারোগ্য রোগে ভুগছে ও যারা মরণাপন্ন, তিনি তাদের কাছে এসে নবপ্রাণ দান করেন। অতএব, যিনি আমাদের সবচেয়ে মহান সহায়, হে ভাইবোনেরা, আজ আন্না তাঁকেই আপন অনুর্বর গর্ভে গ্রহণ করলেন।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:২৫,২৬,২৭ দ্রঃ

প্র মারীয়াতে কলুষিত কোন কিছুই নেই:
উ তিনি সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, কলঙ্কমুক্ত দর্পণ।
প্র তিনি সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, আলোর তুলনায়ও স্বচ্ছ:
উ তিনি সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, কলঙ্কমুক্ত দর্পণ।

বিকল্প **(গ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'প্রকৃতি ও অনুগ্রহ' **৩৬:৪২**

মারীয়ার বেলায় পাপের কথা বলতে নেই

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবলভাবে পরিব্যাপ্ত, সেই প্রজ্ঞা সবকিছু পরিপূর্ণ করে, সবকিছু সুস্থির করে রাখে; যখন ঐশপুত্রের যোগ্যতমা জননী সেই কুমারী মারীয়ার উদ্ভব হয়েছে, তখন এ প্রজ্ঞা যে স্বর্গ, মর্ত ও তাদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে অবর্ণনীয় নবীন আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে, কেইবা একথা সমর্থন করবে না? দিব্য ও রহস্যময় অনুপ্রেরণা যার পূর্বাভাস দিয়েছিল, সেই সম্পূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা যখন সাধিত হয়েছে, তখন যে অবর্ণনীয় একটি আনন্দ বিশ্বজগৎকে আলোকিত করেছে, একথাও কেইবা সমর্থন করবে না?

এ উদ্ভবটি তাঁরই জীবনের প্রথম উষা চিহ্নিত করল, সর্বোত্তমকে যাঁর নিজের মধ্যে গ্রহণ করার কথা ছিল: আমরা কেমন করে বলতে পারব, তিনি প্রথম পাপ থেকে উদ্গত আদিকলঙ্কে কলুষিত হলেন? একটি দিব্য বাণী যেরেমিয়াকে বললেন, *মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম; তুমি জন্ম নেবার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি। আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।*

যে স্বর্গদূত যোহনের জন্মের পূর্বসংবাদ দিলেন, তিনিও বললেন, তিনি মাতৃগর্ভ থেকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন। এখন, সর্বজাতির নবী হবার জন্য যখন যেরেমিয়া জন্মের আগেই পবিত্রিত হলেন, আর যিনি এলিয়ের আত্মিক প্রেরণা ও শক্তিতে প্রভুর অগ্রদূত হবার কথা, সেই যোহন যখন আলোতে বেরিয়ে আসার আগেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, তখন কেইবা এত সাহস করে বলতে পারবে, যিনি সমগ্র জগতের প্রায়শ্চিত্তবলির অনন্য আবাস, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের অনন্য ও মাধুর্যপূর্ণ কক্ষ, তিনি তাঁর উদ্ভবের আদিলগ্নে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও আলোয় বঞ্চিত ছিলেন! শাস্ত্র সপ্রমাণ করে বলে: *যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা।*

পবিত্র আত্মার উপস্থিতি মারীয়াকে করে তুলল সকল পাপীর মুক্তিসাধকের মন্দির, এমন রাজপ্রাসাদ যেখানে সেই মুক্তিসাধক মানুষ হবেন: এজন্য মারীয়া যে কোন পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু কেউ যদি বলে, পিতামাতার আইনত বিবাহ থেকে জন্ম নিলেন বলে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে বিধায় মারীয়া আদিপাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তা নন, কিন্তু তবুও, এটিই কাথলিক ধর্মশিক্ষা, আর আমি সার্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর সমর্থিত সত্য থেকে কোন মতেই ভিন্নমত পোষণ করতে রাজি নই।

তবু আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব আমি ঐশ সর্বশক্তির পক্ষে সাধ্য সেই কর্মকাণ্ডের মাহাত্ম্যের কথা ধ্যান করি, আর মনে হয় আমি অনুমান করি যে, যদি আদিপাপের ছায়া আমার প্রভু ঈশ্বরের জননীর উদ্ভবে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তা কন্যার উপরে নয়, মাতাপিতার উপরেই অধিষ্ঠান করল। ঈশ্বর গোলাপফুলকে কাঁটার মধ্যে অথচ কাঁটার অস্পর্শেই উদ্ভব, বৃদ্ধি ও পূর্ণগঠন গ্রহণ করতে দেন; যে মানবদেহ তিনি আপন মন্দির হবার জন্য প্রস্তুত করছিলেন, যার মধ্যে ঐশপুত্রের শরীরীরূপে বাস করার কথা ও যা থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐক্যে তাঁর খাঁটি মানুষ হবার কথা, ঈশ্বর কি সেই দেহকে পাপের কাঁটার মধ্যে উদ্ভূত হয়েও কাঁটার খোঁচা থেকে পূর্ণ রেহাই দিতে পারলেন না? অবশ্যই তিনি পারলেন। সুতরাং যদি তিনি তা ইচ্ছা করলেন, তা সাধনও করলেন।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:২৫; সাম ১৮:৩৬ দ্রঃ

℣ ঈশ্বর মারীয়াকে মনোনীত করলেন, আদি থেকেই তাঁকে বেছে নিলেন, পবিত্র আত্মায় তাঁকে সৃষ্টি করলেন:
℟ এজন্য কলুষিত কোন কিছু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।
℣ প্রভু আপন পরিত্রাণদায়ী ঢাল মারীয়াকে দিলেন, তাঁকে ধরে রাখল তাঁর ডান হাত।
℟ এজন্য কলুষিত কোন কিছু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

৯ই ডিসেম্বর

সাধু জন ডিয়েগো কুয়াউহৎলাতোয়াৎজিন

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ দ্বিতীয় জন-পলের নির্দেশনামা **মেক্সিকো, ৩১শে জুলাই ২০০২**

জন ডিয়েগোর প্রতি কুমারী মারীয়ার সান্ত্বনা-বাণী

তিনি বিনম্রদের উন্নীত করেছেন: পিতা ঈশ্বর জন ডিয়েগো নামক মেক্সিকোর সেই বিনম্র আদিবাসী যুবকের উপর দৃষ্টিপাত করে তাঁকে এমন কৃপা মঞ্জুর করলেন তিনি যেন খ্রীষ্টে নবজন্ম লাভ করেন, কুমারী মারীয়ার মুখমণ্ডল দর্শন করেন এবং গোটা মার্কিন মহাদেশের খ্রীষ্টাদর্শ প্রচারকর্মে সহযোহিতা করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় কতই না সত্য সেই বাণী, যা দিয়ে প্রেরিতদূত পল পরিত্রাণ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।

জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। এই ধন্য যুবক, যাঁর নাম কুয়াউহৎলাতোয়াৎজিন (যার অর্থ দাঁড়ায় বাকশক্তিবিশিষ্ট ঈগল) ১৪৭৪ সালে তেক্সকোকো রাজ্যে অবস্থিত কুয়াউহ্তিত্লান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ও বিবাহ করে তিনি সুসমাচার আলিঙ্গন করে স্ত্রীর সঙ্গে দীক্ষাস্নানের জলে পরিশুদ্ধ হলেন; তাঁর বাসনা ছিল, তিনি বিশ্বাসের আলোতে এবং ঈশ্বর ও মণ্ডলীর সাক্ষাতে গ্রহণ করা আদেশ অনুসারে জীবনযাপন করবেন।

১৫৩২ সালে, ডিসেম্বর মাসে, তিনি তেপেইয়াক পর্বতে অবস্থিত ত্লাতেলোল্কো নামক এক স্থানে যাত্রা করছেন, এমন সময়ে তিনি ঈশ্বরের সত্যকার জননীর দর্শন পেলেন যিনি তাঁকে এই আদেশ দিলেন, তিনি মেক্সিকোর বিশপের কাছে আবেদন জানাবেন যেন দর্শনের স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। আদিবাসীর আবেদনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বিশপ তাঁর কাছে সেই আশ্চর্য ঘটনার একটা প্রমাণ চাইলেন। ১২ই ডিসেম্বর ধন্যা কুমারী মারীয়া জন ডিয়েগোকে আবার দর্শন দেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং তাঁকে বললেন যেন তেপেইয়াক পর্বতচূড়ায় গিয়ে সেখানকার ফুল সংগ্রহ করে সেগুলোকে বিশপের কাছে নিয়ে যান। শীতকালীন আবহাওয়া ও স্থানের অনুর্বরতা সত্ত্বেও জন ডিয়েগো অতি সুন্দর ফুল সংগ্রহ করে আলোয়ানে রেখে ধন্যা কুমারীর কাছে নিয়ে গেলেন। আর ধন্য কুমারী তাঁকে আজ্ঞা করলেন যেন তিনি সেই ফুলগুলো প্রমাণ হিসাবে বিশপের কাছে নিয়ে যান। বিশপের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে জন ডিয়েগো আলোয়ান খুলে ফুলগুলো মেঝেতে পড়তে দিলেন; আর তখনই তাঁর আলোয়ানের সুতিতে আশ্চর্যভাবেই ছাপা হয়ে সেই গুয়াদালুপের কুমারীর প্রতিকৃতি দেখা দিল: সেসময় থেকেই গুয়াদালুপে স্থানটি দেশীয় প্রধান তীর্থস্থান হয়ে উঠল।

'স্বর্গের রানী'-র সম্মানার্থে মন্দির নির্মাণ ক'রে জন ডিয়েগো গভীরতম ভক্তির প্রেরণায় সবকিছু ত্যাগ করলেন এবং সেই ক্ষুদ্র গির্জাঘর রক্ষাণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ও তীর্থযাত্রীদের সেবাযত্ন করার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। তিনি ভালবাসায় ও প্রার্থনায় পবিত্রতার পথ চললেন, শক্তি সঞ্চয় করতেন আমাদের মুক্তিদাতার সাক্রামেন্তীয় ভোজ থেকে, মুক্তিদাতার মাতার প্রতি ভক্তি থেকে, পবিত্র মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মতা থেকে এবং পুণ্যবান পালকদের প্রতি বাধ্যতা থেকে। যারা তাঁকে চিনতে পারল, তারা সকলে তাঁর গুণাবলির উজ্জ্বলতা, বিশেষভাবে তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি, বিনম্রতা ও পার্থিব বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞার বিষয়ে বিস্মিত হল।

জন ডিয়েগো দৈনিক জীবনের সরলতায় বিশ্বস্তভাবে সেই সুসমাচার পালন করলেন যা তাঁর নিজের আদিবাসী অবস্থা অবজ্ঞা করে না, এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে যে, ঈশ্বর জাতি বা কৃষ্টির ব্যাপারে পক্ষপাত করেন না, বরং তাঁর নিজের সন্তান হবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। এভাবে ধন্য জন ডিয়েগো মেক্সিকো ও নব জগতের সকল আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার পথ প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে চললেন, আর ঈশ্বর ১৫৪৮ সালে তাঁকে নিজের কাছে ডাকলেন। তাঁর স্মৃতি, যা সবসময়ের মত গুয়াদালুপে তীর্থের আমাদের রানীর দর্শনদানের সঙ্গে সংযুক্ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হল এবং বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছল।

শ্লোক ২ করি ১:২৭-২৯; লুক ১:৫১,৫২ দ্রঃ

প্র জগতের যা হীন, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,
উ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।
প্র তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে এবং বিনম্রদের উন্নীত করেছেন,
উ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

১১ই ডিসেম্বর

পোপ প্রথম দামাসুস

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'ফাউস্তুসের বিপক্ষে' **পুস্তক ২০:২১**

এসো, ভালবাসা ও সাহচর্যের শ্রদ্ধায়
সাক্ষ্যমরদের শ্রদ্ধা করি

খ্রীষ্টান জনসমাজ ধর্মীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গেই সাক্ষ্যমরদের স্মৃতি পালন করে তাঁদের অনুকরণ করতে মানুষকে উদ্দীপিত করার জন্য, তাঁদের পুণ্যকর্মে অংশীদার হবার জন্য ও তাঁদের প্রার্থনায় সহায়তা পাবার জন্য; তবু আমরা কোন সাক্ষ্যমরের উদ্দেশে নয়, বরং সাক্ষ্যমরদের স্মরণে ঈশ্বরের উদ্দেশেই বেদি উৎসর্গ করি। পুণ্যদেহের সমাধিস্থানে বেদিতে অনুষ্ঠান চালাতে গিয়ে কেবা কখনও বলেছে, হে পিতর, বা পল, বা সিপ্রিয়ান, তোমার কাছেই আমি বলি উৎসর্গ করি! বরং যা উৎসর্গ করা হয়, তা সেই ঈশ্বরেরই কাছে উৎসর্গ করা হয় যিনি সাক্ষ্যমরদের গৌরবমালায় ভূষিত করলেন, তাঁদেরই স্মৃতিস্থানে যাঁদের তিনি গৌরবমালায় ভূষিত করলেন, যাতে ঠিক সেই স্থান থেকেই এমন মহত্তর অনুরাগের উদ্দীপনা জাগে, যার ফলে ভক্তি বৃদ্ধিলাভ করবে তাঁদেরই প্রতি আমরা যাঁদের অনুকরণ করতে পারি এবং তাঁরই প্রতি যাঁর সহায়তায় আমরা অনুকরণ করতে পারি।

সুতরাং আমরা সাক্ষ্যমরদের সেই একই ভালবাসা ও সাহচর্যের শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধা করি, যে শ্রদ্ধায় এজীবনকালেও ঈশ্বরের সেই সকল পুণ্যবান মানুষকেই শ্রদ্ধা করি, যাঁদের অন্তর আমরা অনুভব করি সুসমাচারের সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে প্রস্তুত। তবু যাঁরা এখনও সংগ্রাম করছেন, তাঁদের তুলনায় সাক্ষ্যমরদের প্রতি আমাদের প্রশংসাবাদ অধিক প্রত্যয়পূর্ণ, কেননা সাক্ষ্যমরবৃন্দ সব সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দলোকের নিশ্চিততর বিজয়ী হয়ে উঠেছেন।

'লাত্রিয়া', এ গ্রীক শব্দের অর্থ হল এমন সেবা যা কেবল ঈশ্বরকেই দেয়: এ বিশেষ ধর্মক্রিয়ায় আমরা ঈশ্বরকে ছাড়া কাউকেই সম্মান করি না, কাউকেই সম্মান করতে শেখাইও না।

বলি উৎসর্গ এধরনের ধর্মক্রিয়া হওয়ায়—এজন্যও প্রতিমার প্রতি এ ধর্মক্রিয়া 'প্রতিমালাত্রিয়া' বলে—আমরা কোন সাক্ষ্যমর বা কোন পুণ্যাত্মা বা কোন স্বর্গদূতের প্রতি তেমন কিছু মোটেই উৎসর্গ করি না, করতে আদেশও করি না; আর কেউ তেমন ভুল করলে, তাকে সত্যশিক্ষা অনুসারে ভর্ৎসনা করা হয়, সে যেন আত্মসংশোধন করতে পারে ও তেমন ভুল থেকে দূরে থাকতে পারে।

মানুষই হোক বা স্বর্গদূতই হোন সাধুরা নিজেরাই চান না, যে সম্মান কেবল ঈশ্বরকেই দেয়, তা তাঁদের প্রতি আরোপিত হোক। একথা পল ও বার্নাবাসের বেলায় প্রকাশ পেয়েছিল: যখন লিকাওনীয়েরা তাঁদের সাধিত অলৌকিক কাজে জাগরিত হয়ে তাঁদের প্রতি যেন দেবতাদেরই প্রতি বলি উৎসর্গ করতে চেয়েছিল, তখন নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তাঁরা যে দেবতা নয় একথা স্বীকার ক'রে ও এবিষয়ে তাদের নিশ্চিত ক'রে তেমন কাজ করতে তাদের বারণ করেছিলেন। কিন্তু যা শেখাই তা একটা কথা, আর যা সহ্য করতে হয়, তা আলাদা কথা; যা আমাদের শেখাতে হয় তা একটা কথা, আর যা সংস্কার করতে আদেশ করি বা সংস্কার না করা পর্যন্ত যা সহ্য করতে বাধ্য, তা আলাদা কথা।

শ্লোক সাম ১১৬:১৫; ৩৪:২১; ৮:৬ দ্রঃ

প্র প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু:
উ তিনি তাদের প্রতিটি হাড়ের যত্ন নেন, সেগুলির একটাও ভগ্ন হবে না।
প্র প্রভু তাদের পরিয়েছেন সম্মানের মুকুট:
উ তিনি তাদের প্রতিটি হাড়ের যত্ন নেন, সেগুলির একটাও ভগ্ন হবে না।

১২ই ডিসেম্বর

গুয়াদালুপে তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

দ্বিতীয় পাঠ - 'নিকান মোপোহুয়া' বলে পরিচিত পরম্পরাগত বৃত্তান্ত

এই যে আমি এইখানে আসছি,
সেই আমি কি তোমার মা নই?

১৫৩১ সালে, ডিসেম্বর মাস শুরু হওয়ার কিছু দিন পর, এমনটি ঘটল যে, জন ডিয়েগো নামক গরিব ও কোমলপ্রাণ একজন আদিবাসী এক শনিবারে খুব সকালে ত্লাতিলোল্কো নামক স্থানে অলৌকিক একটি ঘটনার সাক্ষী হলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল কুয়াউহ্তিত্লান, যা ত্লাতিলোল্কো-নিবাসী ধর্মব্রতীদের পালকীয় দায়িত্বের অধীন। যখন তিনি তেপেইয়াক পর্বতে এসে পৌঁছলেন, তখন ভোর মাত্র। এমন সময় তিনি শুনলেন একটি সঙ্গীত, আর যখন সঙ্গীত শেষ হয় এবং কোনো শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না, তখন শুনলেন কে যেন একজন পর্বতচূড়া থেকে এই বলে তাঁকে ডাকছে: 'হে প্রিয়তম ডিয়েগো।' আর সাথে সাথে সাহস করে তিনি সেই দিকে আরোহণ করতে লাগলেন যেখান থেকে তাঁকে ডাকা হচ্ছিল।

পর্বতচূড়ায় গিয়ে পৌঁছে তিনি দেখলেন, একজন ভদ্রমহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি তাঁকে কাছে আসতে আহ্বান করলেন। যখন তিনি তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্যে অধিক আশ্চর্যান্বিত হলেন: তাঁর পোশাক সূর্যের মত জ্বাজ্জ্বল্যমান ছিল। আর সেই কুমারী সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, 'হে প্রিয়তম সন্তান, একথা জেনে নাও যে, আমি সেই নিত্যকুমারী পবিত্রা মারীয়া। সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সেই সবকিছু ধরে রাখেন যিনি, যিনি স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি জীবনের প্রণেতা সেই প্রকৃত ঈশ্বরের জননী। আমার একান্ত বাসনা যাতে এই স্থানে আমার পবিত্র গৃহ নির্মিত হয় যেখানে আমি সেই প্রভুকে দেখাব, তাঁকে প্রকাশ ক'রে প্রশংসার পাত্র করব, এবং আমার স্নেহ, ভালবাসা, সহায়তা ও রক্ষা মঞ্জুর করব; কেননা আমি সত্যিই তোমাদের করুণাময়ী মাতা: তোমারই মাতা, ও তাদের সকলেরই মাতা যারা এখানে সম্মিলিত হবে, যারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে খোঁজে, ভক্তিভরে ও আশ্বাস নিয়ে আমাকে ডাকবে। এখানে আমি তাদের চোখের জল ও যন্ত্রণায় সাড়া দেব, সঙ্কটে তাদের মঙ্গল করব, এবং সমস্ত প্রতিকূলাতায় প্রতিকার এনে দেব।

যাতে আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়, তুমি মেক্সিকো সিটিতে বিশপ-ভবনে যাও। তাঁকে তুমি বলবে যে তুমি আমা দ্বারা প্রেরিত হয়েছ যাতে তাঁকে জানাতে পার যে, আমি চাই এই স্থানে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মিত হোক, ঠিক এই উপত্যকায়ই আমার জন্য একটা মন্দির স্থাপিত হোক।'

শহরে গিয়ে জন ডিয়েগো সাথে সাথে বিশপের বাড়িতে গেলেন; বিশপের নাম জন দ্য জুমারাগা; তিনি সাধু ফ্রাঞ্চিসের সঙ্ঘের মানুষ। কিন্তু তিনি যখন জন ডিয়েগোর কথা শুনলেন, তখন তাঁকে তত বিশ্বাস না করে উত্তরে বললেন, 'ছেলে, আর এক সময় এসো; তখন তোমার কথা শুনব। ইতিমধ্যে আমি চিন্তা-ভাবনা করব তোমার ইচ্ছা ও বাসনার ব্যাপারে কি করণীয়।'

আর এক দিনের ঘটনা: জন ডিয়েগো যে পর্বতের দিকে তাকাচ্ছিলেন, সেই পর্বত থেকে রানীকে নামতে দেখলেন। রানী পর্বতের কাছাকাছি তাঁর সামনে এসে তাঁকে দাঁড়াতে বললেন, এবং বললেন, 'শোন, হে প্রিয় সন্তান। কোন মতেই ভয় করো না, অন্তরেও যেন কষ্ট না হয়। তোমার মামার অসুস্থতা বা অন্য যে কোন অসুবিধার ব্যাপারে কিছু করো না। এই যে আমি এখানে আসছি, সেই আমি কি তোমার মা নই? তুমি কি আমার ছায়ায় ও সহায়তায় নও? আমি কি তোমার জীবনদায়ী ও আনন্দদায়ী জলের উৎস নই? তুমি কি আমার কোলে, আমার বাহুতে নও? তোমার কি অন্য কিছু দরকার আছে? দুঃখ করো না, আতঙ্কিত হয়ো না। প্রিয় সন্তান, পর্বতে গিয়ে ওঠ, এবং যেখানে তুমি আমাকে দেখেছিলে ও আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, সেখানে নানা ধরনের ফুল দেখতে পাবে। সেগুলোকে সংগ্রহ কর, এবং সেখান থেকে নেমে সেগুলো আমার সামনে আন।'

তাই জন ডিয়েগো নামলেন এবং যে যে ফুল সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলো স্বর্গের রানীকে অর্পণ করলেন। আর তিনি ফুলগুলো দেখেই নিজের পূজনীয় হাতে সেগুলো গ্রহণ করে আবার জন ডিয়েগোর আলোয়ানে রাখলেন, এবং বললেন, 'প্রিয়তম সন্তান, এই ফুলগুলো হল সেই চিহ্ন যা তুমি বিশপের কাছে নিয়ে যাবে। তুমি আমার নিজের দূত, এই সবকিছুর জন্য আমি তোমার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করি। তোমাকে কড়া আদেশ দিচ্ছি: তোমার আলোয়ান খুলবে না, কেবল বিশপের সামনেই তা খুলবে, ও যা বহন করছ তা তাঁকে দেখাবে। তাঁকে তুমি বর্ণনা করবে কেমন করে আমার আজ্ঞামত তুমি পর্বতে গিয়ে উঠেছিলে ও সেখান থেকে ফুলগুলো সংগ্রহ করেছিলে; আবার বর্ণনা করবে তুমি কী কী দেখেছিলে ও তা দেখে তুমি কেমন আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলে। তেমনটি কর যেন তিনি বিশ্বাস করেন, আর আমি যে মন্দির বাসনা করছি সেই মন্দির-নির্মাণের ব্যাপারে তিনি যেন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেন।'

স্বর্গের রানীর আজ্ঞামত জন ডিয়েগো মেক্সিকো সিটির দিকে রওনা হলেন। তিনি মনের আনন্দে পথ চলছিলেন, কেননা জানতেন সবকিছু ঠিক হবে। একবার প্রবেশ করে জন ডিয়েগো বিশপের সামনে নত হলেন এবং যা কিছু দেখেছিলেন ও কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন সেই সবই বললেন। তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা পূরণ করলাম। আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা, স্বর্গের রানী ও ঈশ্বরজননী পবিত্রা মারীয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম যে আপনি একটা চিহ্ন চাচ্ছিলেন যাতে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন এবং যে স্থানে ধন্যা কুমারী ইচ্ছা করেন, সেই স্থানে যেন একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাই আমি তাঁকে বললাম যে, আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাঁর নিজের পছন্দমত একটা চিহ্ন আপনাকে এনে দেখাব। আপনি যা দাবি করেছিলেন, তা তিনি শুনলেন; তিনি প্রসন্নতার সঙ্গে মেনে নিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনি একটা চিহ্ন চাচ্ছিলেন, আর আজ, খুব সকালে, আমাকে আজ্ঞা করলেন যেন আবার আপনার কাছে আসি।'

গোটা শহর এসে সমবেত হল: সকলে সেই পূজনীয় প্রতিকৃতি দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল, প্রতিকৃতিটা অলৌকিক কাজ বলে মেনে নিয়ে ভক্তি ভরে প্রার্থনা করছিল। আর সেই দিন জন ডিয়েগোর মামা ঘোষণা করলেন সেই কুমারীকে কোন্ নামে ডাকা হবে, আর সেই অনুসারে তাঁর সেই প্রতিকৃতি গুয়াদালুপে তীর্থের নিত্যকুমারী পবিত্রা মারীয়া বলে ডাকা হয়।

শ্লোক প্রত্যা ১২:১ দ্রঃ

প্র স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল : এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে,
উ যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট।
প্র কুমারী মারীয়াতে স্বর্গদূত ও মহাদূত সকল আনন্দিত হোন,
উ যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

১৩ই ডিসেম্বর

সাধ্বী লুসী, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'চিরকুমারীত্ব' **১২:৬৮,৭৪-৭৫; ১৩:৭৭-৭৮**

মনের জ্যোতিতে তুমি দেহের লাবণ্য উজ্জ্বল কর

আমি তোমাকেই উদ্দেশ করে কথা বলছি, তুমি যে সমাজের একজন, জনসাধারণের একজন হয়েও চিরকুমারীদেরই একজন, যে মনের জ্যোতিতে দেহের লাবণ্য উজ্জ্বল কর—এজন্যই মণ্ডলীর সঙ্গে তুমি যথার্থই তুলনীয়! আমি বলছি, নিজ কক্ষে থেকে, রাত্রিবেলায়ও, খ্রীষ্টের কথা ধ্যান করে চল, অনুক্ষণ তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় থাক।

খ্রীষ্ট এভাবেই তোমাকে বাসনা করলেন, এভাবেই তোমাকে মনোনীতা করলেন। তোমার দরজা খোলা পেলে তবেই তিনি প্রবেশ করবেন; তিনি অন্যথা করতে পারেন না, যেহেতু প্রবেশ করার অঙ্গীকার করলেন। সুতরাং যাঁকে খোঁজ করেছ, তুমি তাঁকে আলিঙ্গন কর; তাঁর সামনে এগিয়ে যাও, আর তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; তাঁকে আঁকড়ে ধর, তাঁকে অনুনয় কর তিনি যেন শীঘ্রই না চলে যান, অনুরোধ জানাও তিনি যেন দূরে না সরে যান। কেননা ঈশ্বরের বাণী ছুটেই চলেন, ক্লান্তি ভোগ করেন না, অবহেলার হাতেও ধরা পড়েন না। তাঁর কথামত তোমার প্রাণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ুক, আর তাঁর দিব্য কথনের পদচিহ্নে ধ্যানরত থাকুক; কেননা তিনি শীঘ্রই এগিয়ে চলে যান।

তখন কুমারী কী বলবে? *আমি তাঁর অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না; আমি তাঁকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।* তিনি শীঘ্রই চলে গেছেন বিধায় তুমি মনে করো না, তিনি তোমার উপর অসন্তুষ্ট, তুমি যে তাঁকে ডেকেছ, অনুনয় করেছ, দরজাও খুলে দিয়েছ: তিনি তো বারবার আমাদের পরীক্ষিত হতে দেন। সুসমাচারে তিনি কী বলেন সেই সকলের কাছে যারা অনুরোধ করত তিনি যেন না চলে যান? *অন্যান্য শহরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ জানাতে হবে; কেননা এজন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।* তবু যদিও তোমার মনে হয় তিনি চলেই গেছেন, তাহলে তুমি বেরিয়ে পড়, আবার তাঁকে খুঁজে বেড়াও।

বস্তুতপক্ষে মণ্ডলী ছাড়া কেইবা তোমাকে শেখাবে কীভাবে খ্রীষ্টকে আঁকড়ে ধরতে হয়? এমনকি, তুমি যা পড় তা যদি বোঝ, তাহলে সে সেই শিক্ষা তোমাকে দিয়েই দিয়েছে: *প্রহরীদের স্থান পার হওয়া মাত্রই আমি তাঁকেই পেলাম, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়বই না।*

তবে কীভাবে খ্রীষ্টকে আঁকড়ে ধরা যায়? শেকলের জোরে নয়, দড়ির বাঁধনেও নয়, বরং ভালবাসার শেকলে, মনের বন্ধনে আবদ্ধ করেই প্রাণের অনুরাগে তাঁকে আঁকড়ে ধরা যায়। তুমিও যদি খ্রীষ্টকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা কর, তাঁকে অবিরতই খোঁজ কর, কোন কষ্ট ভয় করো না, কেননা অনেকবার শারীরিক নিপীড়নের মধ্যে, এমনকি নির্যাতকদের হাতেরই মধ্যে খ্রীষ্টকে সহজে পাওয়া যায়। সেই প্রেমিকা বলেছিল, *প্রহরীদের স্থান পার হওয়া মাত্রই আমি তাঁকে পেলাম।* হ্যাঁ, তুমি নির্যাতকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া মাত্রই খ্রীষ্ট তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবেন তুমি যেন সংসারের অধিকারে বশীভূত না হও; তোমার যন্ত্রণাও তিনি আর দীর্ঘ হতে দেবেন না। যে চিরকুমারী এভাবেই খ্রীষ্টকে খোঁজ করে, যে চিরকুমারী খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছে, সে-ই বলতে পারে, *আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়ব না, যতক্ষণ না তাঁকে আমার মাতার ঘরে না আনি, আমার জননীর*

কক্ষে না আনি। তোমার প্রাণের গুপ্ত অন্তঃস্থল ছাড়া তোমার মাতার গৃহ ও তাঁর কক্ষ কীবা হতে পারে?

এ গৃহটিকে রক্ষা কর, তার ভিতরটাও শুচিশুভ্র করে রেখ; নিষ্কলঙ্ক হয়ে তা গড়ে উঠুক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশ্যে এমন আত্মিক গৃহরূপে যা সংযোগপ্রস্তরের সঙ্গে সুসংবদ্ধ; আর তার মধ্যে পবিত্র আত্মাই বাস করুন। যে চিরকুমারী এভাবেই খ্রীষ্টকে খোঁজ করে, যে চিরকুমারী এভাবেই খ্রীষ্টকে অনুনয় করে, খ্রীষ্ট তাঁকে কখনও একা ফেলে রাখেন না, এমনকি তিনি বারবার তাঁকে দেখতে আসেন; কেননা তিনি জগতের সমাপ্তি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

শ্লোক

℣ সংগ্রামে ঈশ্বর তাঁকে গ্রহণযোগ্য করেছেন, মানুষের সামনে তাঁকে গৌরবমণ্ডিতা করেছেন; ক্ষমতাশালীদের সম্মুখে লুসী প্রজ্ঞার সঙ্গেই কথা বলতেন:

℟ আর বিশ্বের প্রভু তাঁকে ভালবাসলেন।

℣ লুসী আপন হৃদয়ে তাঁর আপন ঈশ্বরের জন্য আনন্দময় কুটির প্রস্তুত করলেন;

℟ আর বিশ্বের প্রভু তাঁকে ভালবাসলেন।

১৪ই ডিসেম্বর

ক্রুশভক্ত সাধু যোহন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রুশভক্ত সাধু যোহন-লিখিত 'অধ্যাত্ম গীতি' ৩৬

খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত রহস্যকে জানা

এ বর্তমান জীবনকালে রহস্য ও আশ্চর্য সত্য সম্বন্ধে পুণ্য আচার্যরা যা কিছু আবিষ্কার করেছেন ও পুণ্য প্রাণেরা যা কিছু উপলব্ধি করেছেন তা অনেকই বটে, অথচ সেই সবকিছু সম্পর্কে বলার ও বুঝবার এখনও অনেক বাকি রয়েছে, ফলে খ্রীষ্ট প্রসঙ্গে গবেষণা করার মত এখনও আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে। কেননা তিনি যেন ঐশ্বর্যের ফাটলপূর্ণ এমন একটা খনির মত, যে যতই গভীরে যাওয়া যাক না কেন তার ধনগুলির সমাপ্তি পাওয়া যায় না; এমনকি এক একটা গর্তে নতুন নতুন ঐশ্বর্যের ফাটল আবিষ্কার করা হয়।

এজন্য সাধু পল তাঁর সম্বন্ধে বলেন, *প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত;* সেখানে আত্মা ঢুকতে পারে না, যদি না আগে আন্তর ও বাহ্যিক কষ্টভোগের সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়ে না যায়। বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টের রহস্যগুলি সম্বন্ধে যা কিছু এ জীবনকালে জানা সম্ভব, বহু কষ্ট ভোগ না ক'রে, ঈশ্বরের কাছ থেকে তাত্ত্বিক ও ইন্দ্রিয়গোচর বহু অনুগ্রহ না পেয়ে ও দীর্ঘ আধ্যাত্মিক অনুশীলন আগে পালন না ক'রে সেইসব কিছুতে গিয়ে পৌঁছানো যায় না। কেননা খ্রীষ্টের রহস্যগুলির প্রজ্ঞার চেয়ে এ সকল অনুগ্রহ গৌণ, এমনকি এ অনুগ্রহগুলি কেবল সাধারণ প্রস্তুতির জন্যই উপকারী।

আহা, আত্মা যদি বুঝতে পারত, যেখানে সবধরনের বহু কষ্ট রয়েছে সেখানে ঢুকে নিজ সান্ত্বনা ও আকাঙ্ক্ষা না রেখে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো যায় না।

একই প্রকারে যে কেউ সত্যিকারে ঐশপ্রজ্ঞার বাসনা করে, সে প্রথমে ক্রুশের অভ্যন্তরে সত্যিকারে প্রবেশ করতে আকাঙ্ক্ষা করে।

এজন্য সাধু পল এফেসসের শিষ্যদের পরামর্শ দিতেন, দুঃখকষ্টের মধ্যে সাহস না হারিয়ে তারা বরং যেন ভালবাসায় দৃঢ়, স্থিতমূল ও সুস্থির থাকে যাতে করে নিখিল পুণ্যজনদের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে খ্রীষ্টের সেই ভালবাসার বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা যা জানার অতীত, ফলে তারা যেন ঈশ্বরের সমস্ত পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ হতে পারে। ঐশপ্রজ্ঞার ঐশ্বর্যে প্রবেশ করার জন্য ক্রুশই তো দরজা। দরজাটা সরু, আর তার মধ্য দিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় অনেকেই তা কামনা করে বটে, অথচ তার মধ্য দিয়ে যেতে অল্পজনই ইচ্ছা করে।

শ্লোক ১ করি ২:৯-১০ দ্রঃ

প্র কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে কখনও প্রবেশ করেনি
উ সেই সবকিছু যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।
প্র আমাদের কাছে ঐশআত্মা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে
উ সেই সবকিছু যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।

২১শে ডিসেম্বর

সাধু পিতর কানিসিউস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে:

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর কানিসিউস-লিখিত 'লেখা'

খ্রীষ্টের হৃদয়েই প্রৈরিতিক দায়িত্বের উৎস

যাঁকে যথার্থই জার্মানির প্রেরিতদূত বলা হয়, সেই দেশের দিকে রওনা হবার আগে সেই সাধু পিতর কানিসিউস প্রৈরিতিক আশীর্বাদ পেয়ে এমন উচ্চতম আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যেগুলি তিনি নিজে একথায় বর্ণনা করলেন:

হে শাশ্বতকালীন মহাযাজক, তোমার অসীম মঙ্গলময়তায় তুমি ইচ্ছা করেছ, আমি সেই প্রৈরিতিক আশীর্বাদের কার্যকারিতা ও সপ্রমাণ তোমার প্রেরিতদূতদেরই হাতে সঁপে দেব যাঁরা ভাতিকানে দৃষ্টিগোচর ও তোমার ইচ্ছায় আশ্চর্য কাজের সাধক; সেখানে আমি অনুভব করেছি, তেমন আবেদনকারীদের মাধ্যমেই আমাকে মহা সান্ত্বনা ও তোমার অনুগ্রহের উপস্থিতি মঞ্জুর করা হচ্ছিল।

কেননা তাঁরাও আমাকে আশীর্বাদ করছিলেন, জার্মানিতে আমার বিশেষ কাজ সপ্রমাণ করছিলেন, এমনকি জার্মানিতে প্রেরিতদূতের মত এই আমাকে তাঁরা যেন তাঁদের মঙ্গলকামনা সম্প্রদান করছিলেন। প্রভু, তুমি তো জান কত প্রকারেই ও কত বারই সেই একই দিনে তুমি আমার দায়িত্বে জার্মানিকে সঁপে দিয়েছ, সেই যে দেশের জন্য আমি পরবর্তীকালে তৎপর হয়ে থাকলাম, যার জন্য আমি জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা করতে থাকলাম।

তখন আমার মনে হচ্ছিল তোমার পবিত্রতম দেহের হৃদয় আমার সামনে খুলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি সেই হৃদয় দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি অবশেষে সেই উৎসের ধারে পান করতে আমাকে আদেশ করলে; একপ্রকারে আমাকে আমন্ত্রণ করলে আমি যেন তোমারই উৎসধারা থেকে, হে পরিত্রাতা, আমার পরিত্রাণের জল তুলে আনি। আর আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, বিশ্বাস, আশা ও ভক্তির নদনদী সেখান থেকে আমার অন্তরকে প্লাবিত করবে। আমার পিপাসা ছিল দরিদ্রতা, চিরকৌমার্য, বাধ্যতারই পিপাসা; আমার যাচনা ছিল তুমিই আমাকে সম্পূর্ণ রূপে ধৌত, পরিবৃত ও অলঙ্কৃত করবে।

তারপরে আমি তোমার মধুময় হৃদয়ের নাগাল পেয়ে সেইখানে আমার পিপাসা মেটাতে সাহস করার পর, তুমি তিন ভাগ বিশিষ্ট এমন একটা বোনা বসন দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলে, যে বসন আমার আত্মার উলঙ্গতা রক্ষা করতে পারবে আর এ বিশেষ কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হতে পারবে; বসনের সেই তিন ভাগ ছিল, শান্তি, ভালবাসা ও অধ্যবসায়। এ ত্রাণবসনে পরিবৃত হয়ে আমার আস্থা ছিল, আমার কোন কিছুর অভাব হবে না, বরং সবকিছু তোমার গৌরবার্থে সাফল্যমণ্ডিত হবেই।

শ্লোক মথি ১৩:৫২; প্রবচন ১৪:৩৩ দ্রঃ

প্র যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি একজন গৃহস্বামীর মত:
উ নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।
প্র সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে; নির্বোধদের অন্তরে তা কি দেখা দেবে?
উ নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।

২৩শে ডিসেম্বর

কেন্তির সাধু যোহন, পুরোহিত

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে :

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ ১৩শ ক্লেমেন্টের পত্র **২রা ফেব্রুয়ারী ১৭৬৭**

তিনি হৃদয়ে সর্বদাই গেঁথে রাখতেন কেবল ঈশ্বরের কথা, মুখেও সর্বদাই কেবল ঈশ্বরের কথা

যে অল্পসংখ্যক বিখ্যাত মানুষ ধর্মশিক্ষা ও পবিত্রতার জন্য সমুন্নত, যাঁরা শিক্ষা দান করেছেন শুধু নয়, যা শিখিয়ে দিয়েছেন তা প্রতিফলিতও করেছেন, যাঁরা বিপক্ষদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের নির্ভুল তত্ত্ব রক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যে কেন্তির ধন্য যোহনও তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছেন, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কেননা ক্রাকভ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নির্মলতম উৎস থেকেই শেখা প্রজ্ঞা শিখিয়ে দিলেন, অথচ সেইসময় অনতিদূরবর্তী কতগুলো দেশে বিশ্বাস ক্ষেত্রে ভ্রান্তমত ও বিচ্ছেদ দেখা দিচ্ছিল। তাছাড়া ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তিনি জনগণের কাছে পবিত্রতর জীবনাচরণের কথা উত্থাপন করলেন, এমন জীবনাচরণ যা তিনি নিজের বিনম্রতা, চিরকৌমার্য, দয়া-মমতা, দৈহিক সংযম ও পরিপক্ক পুরোহিত ও অক্লান্ত মজুরের অন্যান্য গুণাবলিতে সপ্রমাণ করতেন।

এভাবে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মণ্ডলীকে সম্মান ও খ্যাতি আরোপ করলেন, আর শুধু তা নয়, যাঁরা ভবিষ্যতে তেমন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদের জন্য উপকারী আদর্শও রেখে গেলেন যেন তাঁরা অধ্যাপক-দায়িত্ব তৎপরতার সঙ্গে পালন করতে চেষ্টা করেন এবং যত যত্নের সঙ্গে ও যত উপায়ের মধ্য দিয়ে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে কেবল ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার উদ্দেশ্যে পবিত্রতার বিষয়ও শেখাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ঈশ্বর-সংশ্লিষ্ট যত বিষয়ের প্রতি তাঁর সম্মানপূর্ণ সঠিকতা বিনম্রতার সঙ্গে যুক্ত ছিল, ফলে জ্ঞানের দিক দিয়ে সহজেই সকলের ঊর্ধ্বে হয়েও তিনি নিজেকে ছোট মনে করতেন আর অন্যান্যদের চেয়ে নিজেকে কখনও প্রাধান্য দিতেন না ; এমনকি তাঁর ইচ্ছা ছিল, সকলে তাঁকে হেয় মনে করবে ও অবনমিত করবে ; আর যারা তাঁকে হেয় মনে করত ও অবনমিত করত তিনি আনন্দের সঙ্গে তাদের সহ্য করতেন।

বিনম্রতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলত শিশুসুলভ অসাধারণ সরলতা ; এজন্য তাঁর যত কাজ ও কথা ছিল স্বচ্ছ ও ছলনাশূন্য ; তাঁর অন্তরে যা নিহিত ছিল তা কথায়ও প্রকাশ পেত। তিনি যদি সত্যের খাতিরে আপন কথায় হয় তো কাউকে দুঃখ দিয়েছেন বলে সন্দেহ করতেন, তাহলে বেদিতে যাবার আগে নিজের ভুলের জন্যই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যদেরই ভুলের জন্য অনুনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। দিনের বেলায় নিজ কর্তব্য সেরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি গির্জায় যেতেন, আর সেখানে খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্তে নিহিত যীশুর সামনে ধ্যানরত ও প্রার্থনারত হয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি হৃদয়ে সর্বদাই গেঁথে রাখতেন কেবল ঈশ্বরের কথা, মুখেও সর্বদাই কেবল ঈশ্বরের কথা।

শ্লোক ইসা ৫৮:৭,৮

প্র ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও ; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও ; তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,

উ তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

প্র উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না,

উ তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

২৬শে ডিসেম্বর

সাধু স্তেফান, প্রথম সাক্ষ্যমর

পর্ব

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৬:৮—৭:২ক,৪৪-৬০

স্তেফানের সাক্ষ্যমরণ

স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন। পরে, যাকে বিমুক্তদের সমাজগৃহ বলে, তার কয়েকজন সদস্য এবং সাইরিনি ও আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার অন্য কয়েকজন লোক স্তেফানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উঠে দাঁড়াল; কিন্তু তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না; তাই তারা কয়েকজন লোককে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল, 'আমরা একে মোশী ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে শুনেছি।' জনগণকে এবং প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের উত্তেজিত করে তুলে তারা স্তেফানের উপর এসে পড়ল, এবং গ্রেপ্তার করে তাঁকে মহাসভায় নিয়ে গেল। পরে এমন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিল যারা বলল, 'এই লোক অবিরতই এই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ও বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। আমরা নিজেরা একে একথা বলতে শুনেছি যে, নাজারেথীয় এই যীশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে, এবং মোশী যে সকল নিয়ম-প্রথা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, সে তার পরিবর্তন ঘটাবে।'

যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তাঁরা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই মুখের মত।

মহাযাজক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সমস্ত কথা কি সত্য?' উত্তরে তিনি বললেন: 'ভাই ও পিতা সকল, শুনুন! মোশী যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সেই সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল; মোশী তাঁবুর যে নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি সেই নমুনা অনুসারেই তাঁবুটা তৈরি করতে বলেছিলেন। আর সেই তাঁবু গ্রহণ করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যোশুয়ার সঙ্গে তা সঙ্গে করে বহন ক'রে সেই জাতিগুলির অধিকার-ভূমিতে প্রবেশ করলেন যাদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁবুটা দাউদের সময় পর্যন্ত রইল। ইনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেলেন, এবং *যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি আবাস প্রস্তুত করার অনুমতি যাচনা করলেন; সলোমনই কিন্তু তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুললেন।* তবু পরাৎপর যিনি, তিনি তো হাতে গড়া এক গৃহে বাস করেন না, যেমনটি নবী বলেন:

যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন
ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,
তখন—প্রভু বলছেন—
আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে?

কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?
আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?

হে জেদি মানুষ! আপনাদের কান ও হৃদয়ই অপরিচ্ছেদিত! আপনারা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাকেন: আপনাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, আপনারাও তেমন। আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের মধ্যে কাকেই বা নির্যাতন করেননি? যাঁরা সেই ধর্মাত্মারই আগমন-সংবাদ দিতেন যাঁর প্রতি আপনারা কিছু দিন আগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও হত্যা করেছেন, তাঁদেরই তাঁরা হত্যা করতেন; হ্যাঁ, সেই আপনারাই, যাঁরা দূতদের হাত দিয়ে বিধান পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করেননি!'

এই কথা শুনে তাঁরা অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যীশু দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বলে উঠলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র

ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে লাগলেন আর সবাই মিলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে এনে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন; সাক্ষীরা নিজেদের জামাকাপড় সৌল নামে একটি যুবকের পায়ের কাছে রাখল। তারা স্তেফানকে পাথর মারতে মারতেই তিনি এই মিনতি নিবেদন করলেন, 'প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর।' পরে নতজানু হয়ে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না।' এবং এ বলে নিদ্রা গেলেন।

শ্লোক

℣ ইহুদীরা ঈশ্বরের দাস স্তেফানকে পাথর ছুড়ে মারলে তিনি স্বর্গ উন্মুক্ত দেখে সেখানে প্রবেশ করলেন।

℟ সুখী সেই মানুষ, যার সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়।

℣ তিনি পাথরের ঝড়ে নিমজ্জিত, কিন্তু স্বর্গে তাঁর জন্য ঈশ্বরের গৌরব বিকিরণ করছিল।

℟ সুখী সেই মানুষ, যার সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের উপদেশাবলি
উপদেশ ৩:১-৩,৫-৬

ভালবাসার অস্ত্র

গতকাল আমরা আমাদের সনাতন রাজার কালসাপেক্ষ জন্মতিথি উদ্‌যাপন করেছি; আজ সৈন্যের গৌরবময় যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন করি। গতকাল আমাদের রাজা মাংসবসনে পরিবৃত হয়ে কুমারীর গর্ভ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে প্রসন্নতার সঙ্গে জগৎকে দেখতে এলেন; আজ সৈন্য দেহ-তাঁবু ছেড়ে বিজয়ী হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

আমাদের রাজা, সেই উচ্চতম, আমাদের খাতিরে বিনম্র হয়েই এলেন, তবু শূন্য হাতে আসতে পারেননি। আপন সৈন্যদের কাছে তিনি এমন মহাদান এনে দিলেন, যে দানে তিনি তাদের অতি ধনবান করলেন শুধু নয়, সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে অপরাজেয় হবার জন্য তাদের সঞ্জীবিতও করলেন। যে দান তিনি এনে দিলেন, তা হল সেই ভালবাসা যা মানুষকে ঈশ্বরের সাহচর্যে চালিত করে।

তিনি যা এনে দিলেন, তা বিতরণ করলেন; এতে তাঁর কোন কমতি পড়েনি, তিনি বরং আপন বিশ্বাসীদের দরিদ্রতাকে ধনবান করে তুললেন আর তিনি নিজেও অফুরানো ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে থাকলেন। এইভাবে যে ভালবাসা খ্রীষ্টকে স্বর্গ থেকে মর্তে উপনীত করেছিল, সেই একই ভালবাসা স্তেফানকে মর্ত থেকে স্বর্গে উন্নীত করল। যে ভালবাসা আগে রাজাতে দেখা দিয়েছিল, সেই একই ভালবাসা পরবর্তীতে সৈন্যে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেল।

সুতরাং, আপন নামে প্রদর্শিত সেই মুকুট পাবার যোগ্য হবার জন্য স্তেফানের অস্ত্র ছিল ভালবাসা, আর তা দ্বারাই তিনি সর্বত্রই জয়ী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হাতিয়ার করে তিনি নির্যাতনকারী ইহুদীদের সামনে অবিচলিত হয়ে থাকলেন, প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা হাতিয়ার করে তাদের হয়ে প্রার্থনা করলেন যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল। ভালবাসা হাতিয়ার করে তিনি ভ্রান্তপথগামীদের ভর্ৎসনা করতেন তারা যেন নিজেদের সংস্কার করে; ভালবাসা হাতিয়ার করে তিনি, যারা পাথর ছুড়ে মারছিল, তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন তারা যেন দন্ড থেকে রেহাই পায়।

ভালবাসার শক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে তিনি তীব্র নিপীড়ক সৌলকে জয় করলেন, আর মর্তে যিনি তাঁর নির্যাতনকারী হয়েছিলেন, তিনি স্বর্গে সঙ্গী বলেই তাঁকে পাবার যোগ্য হয়ে উঠলেন। সেই পুণ্য ও অক্লান্তিকর ভালবাসা ভর্ৎসনা দ্বারা যাদের মন ফেরাতে পারেনি, প্রার্থনা দ্বারা তাদের জয় করতে আকাঙ্ক্ষা করত।

আর দেখ! এখন পল স্তেফানের সঙ্গে আনন্দ করেন, স্তেফানের সঙ্গে খ্রীষ্টের জ্যোতি ভোগ করেন, স্তেফানের সঙ্গে উল্লাস করেন, স্তেফানের সঙ্গে রাজত্ব করেন। কেননা পলের পাথরে নিপাতিত স্তেফান যেখানে আগে গেলেন, স্তেফানের প্রার্থনার সহায়তায় পল সেখানে তাঁর অনুসরণ করলেন।

আমার ভাইবোনেরা, কতই না সত্যময় সেই জীবন, যেখানে স্তেফানের হত্যার জন্য পল যে লজ্জায় দণ্ডিত এমন নয়, বরং পলের সাহচর্যে স্তেফান আনন্দিত, কেননা ভালবাসাই উভয়ের মধ্যে আনন্দে মেতে ওঠে। হ্যাঁ, স্তেফানের বেলায় ভালবাসা ইহুদীদের হিংস্রতা জয় করল, পলের বেলায় ভালবাসা পাপরাশি ঢেকে দিল, উভয়ের বেলায় ভালবাসা তাঁদের একসঙ্গেই স্বর্গরাজ্য লাভ করার যোগ্য করে তুলল।

সুতরাং ভালবাসা হল সমস্ত মঙ্গলদানের উৎস, সমস্ত মঙ্গলদানের উৎপত্তি; ভালবাসা হল উত্তম আশ্রয়দুর্গ, এমন পথ যা স্বর্গে চালিত করে। যে কেউ ভালবাসায় চলে, সে কখনও ভুল করতে পারবে না, ভয়ও পেতে পারবে না। ভালবাসা নিজেই দিশারী হয়ে চালিত করে, নিজেই রক্ষা করে, নিজেই পৌঁছিয়ে দেয়।

অতএব, ভাইবোনেরা, যেহেতু খ্রীষ্ট ভালবাসার সিঁড়ি দিয়ে গেলেন, যা বেয়ে সকল খ্রীষ্টান স্বর্গে গিয়ে উঠতে পারে, সেজন্য সেই নির্মল ভালবাসাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর, পরস্পরের কাছে সেই ভালবাসা দেখাও, আর সেই ভালবাসায় নিত্য উন্নতিশীল হও।

শ্লোক

প্র কাল প্রভু মর্তে জন্ম নিলেন, যাতে স্তেফান স্বর্গে জন্ম নিতে পারেন; তিনি জগতে প্রবেশ করলেন,
উ যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।
প্র কাল আমাদের রাজা মাংসবসনে পরিবৃত হয়ে কুমারীর গর্ভ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে অনুগ্রহপূর্বক এজগতে এসে দেখা দিলেন,
উ যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।

বিকল্প **(জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **উপদেশ ২১৫**

স্তেফান যদি শত্রুদের জন্য প্রার্থনা না করতেন,
আজ মণ্ডলীর কোন পলই থাকতেন না

গতকাল আমরা খ্রীষ্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করেছি, যেদিন সাক্ষ্যমরদের রাজা এজগতে জন্ম নিলেন; আজ আমরা স্তেফানের স্বর্গীয় জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি, যেদিন সকল সাক্ষ্যমরদের প্রথমজন এজগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। যিনি অমর, তাঁর পক্ষে আগে আমাদের মাংস ধারণ করা প্রয়োজন ছিল, মরণশীল মানুষ যেন তাঁর খাতিরে মৃত্যুবরণ করতে পারে; প্রভু আপন দাসের খাতিরে মরবার জন্যই জন্ম নিলেন, যেন তাঁর দাস তাঁর খাতিরে মরতে ভয় না করে। যিনি ঊর্ধ্বতম, তিনি আমাদের নিচুতায় নেমে এলেন যেন নমিত মানুষ ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারে। ঈশ্বরের পুত্র মানবপুত্র হলেন যেন মানবসন্তানেরা ঈশ্বরসন্তান হতে পারে। খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন; স্তেফানও তাই করলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট স্তেফানের সহযোগিতা বিনাই সাধন করলেন; খ্রীষ্টের সহযোগিতা বিনা স্তেফান কি আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারতেন? স্তেফান খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল ছিলেন যেইভাবে শাখা আঙুরগাছের উপর নির্ভরশীল। ফল শাখায় ঝোলে, এতে কি বিস্মিত হবার কিছু আছে? দেখ, শাখা গাছের সঙ্গে সংযুক্ত।

যারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করছিল, খ্রীষ্ট তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন; যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল, স্তেফানও তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন। ক্রুশে বিদ্ধ হয়েই খ্রীষ্ট প্রার্থনা করলেন; হাঁটু পেতেই স্তেফান প্রার্থনা করলেন। প্রভুর হাতে আত্মা সঁপে দেবার জন্য তিনি দাঁড়ালেন, আক্রমণকারীদের পাপের জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে তিনি হাঁটুপাত করলেন। শত্রুদের হয়ে প্রার্থনা ক'রে তিনি বন্ধুর মতই যেন প্রভুর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, 'তুমি তো দেখছ, আমি যন্ত্রণা ভোগ করছি, আমাকে পাথর ছুড়ে মারা হচ্ছে; তারা আমার উপর ক্রুদ্ধ, তবু তুমি *এ পাপের জন্য তাদের দায়ী করো না।* তুমিই তো তোমার আপন আদর্শেই একথা বলতে আমাকে শিখিয়েছ। আমি তোমার দাসরূপেই যন্ত্রণা ভোগ করছি, কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে অসীম পার্থক্য রয়েছে। তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি বাণী, আমি বাণীর শ্রোতা; তুমি গুরু, আমি শিষ্য; তুমি স্রষ্টা, আমি সৃষ্টজীব; তুমি ঈশ্বর, আমি

মানুষ। যারা আমাকে পাথর ছুড়ে মারছে আর যারা তোমাকে ক্রুশে দিয়েছিল, তাদের দোষের মধ্যে অপরিসীম ব্যবধান রয়েছে। যখন তুমি প্রার্থনা করে বললে, *পিতা, তাদের ক্ষমা কর, কারণ তারা যে কী করছে তা জানে না,* তখন তুমি ঘৃণ্যতম অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলে, আর তুমি সেটার চেয়ে ছোটই একটা অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা চাইতে শিখিয়েছ।' তিনি প্রার্থনা করে বললেন, *প্রভু, এ পাপের জন্য তাদের দায়ী করো না;* তিনি যেন বললেন, 'আমার দেহ যন্ত্রণা ভোগ করছে; তাদের আত্মা বিনষ্ট হতে দিয়ো না।' তারা ছুড়ে মারছিল পাথর, আর সাধু স্তেফান প্রার্থনাই যেন ছুড়ে মারছিলেন।

এসো, এবার দৃষ্টিপাত করি যুবক সৌলেরই দিকে; এসো, লক্ষ করে দেখি ধন্য সাক্ষ্যমর স্তেফানের প্রার্থনা কত শক্তিশালী হয়েছে। সেদিন স্তেফান যদি শত্রুদের জন্য প্রার্থনা না করতেন, আজ মণ্ডলীর কোন পলই থাকতেন না। সুতরাং এসো, স্তেফানের কাছে নিজেদের সঁপে দিই; যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, তাদের জন্য তাঁর প্রার্থনা যখন মঞ্জুর করা হল, যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাদের জন্য তাঁর প্রার্থনা মহত্তর কারণে আজ মঞ্জুর করাই হবে।

শ্লোক

℣ কাল প্রভু মর্তে জন্ম নিলেন, যাতে স্তেফান স্বর্গে জন্ম নিতে পারেন; তিনি জগতে প্রবেশ করলেন,
℟ যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।
℣ কাল আমাদের রাজা মাংসবসনে পরিবৃত হয়ে কুমারীর গর্ভ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে অনুগ্রহপূর্বক এজগতে এসে দেখা দিলেন,
℟ যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।

২৭শে ডিসেম্বর

সাধু যোহন, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ১:১–২:৩

জীবন-বাণীই ঈশ্বরের আলো

যা আদি থেকে ছিল,
যা আমরা শুনেছি,
যা নিজেদের চোখেই দেখেছি,
যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি
ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে,
আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি।
কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল;
আমরা তা দেখেছি,
তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি
আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি
যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—
যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি,
তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার;
পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গেই
আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।
আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি,

আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।
আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি
ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ :
ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
অথচ অন্ধকারে চলি,
তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।
কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি
—আলোতেই আছেন তিনি!—
তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে
আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত
সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।
আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি
এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি
—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—
তিনি আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন
ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।
আমরা যদি বলি পাপ করিনি,
তাহলে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি,
এবং তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই।
বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি,
তোমরা যেন পাপ না কর।
কিন্তু যদি কেউ পাপ করে,
পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন :
সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়,
সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!
এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি,
আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।

শ্লোক ১ যোহন ১:২,৪; যোহন ২০:৩১ দ্রঃ

প্র আমরা তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি, যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে : আমরা একথা লিখছি যেন তোমরা আনন্দ করতে পার,
উ আর তোমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হতে পারে।
প্র এসব কিছু লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।
উ আর তোমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হতে পারে।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি ১ম বিভাগ ১:৩

জীবন মাংসে আত্মপ্রকাশ করল

যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে…। বাণীকে কে নিজের হাতে স্পর্শ করতে পারে, যদি-না একারণে যে, *বাণী হলেন মাংস আর আমাদের মাঝে বাস করলেন?* এই যে বাণী মাংস হলেন আমরা যেন নিজেদের হাতে তাঁকে স্পর্শ করতে পারি, তিনি কুমারী মারীয়ার গর্ভেই মাংস হতে লাগলেন ; তিনি যে তখন বাণীই হতে লাগলেন কিন্তু তেমন নয়, কেননা লেখা আছে, *যা আদি থেকে ছিল।* দেখ তাঁর পত্র তাঁর সুসমাচারের কথায় স্বীকৃতি দেয় কিনা ; সুসমাচারে তোমরা তো এইমাত্র শুনেছ, *আদিতে ছিলেন বাণী, আর বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে।* হয় তো কেউ আছে যে মনে করে, জীবনবাণী এমন বচন যা খ্রীষ্টকেই নির্দেশ করে, কিন্তু হাতে স্পর্শ করা তাঁর প্রকৃত দেহকে নির্দেশ করে না। তবে দেখ পরবর্তীতে কী লেখা আছে, *সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল।* সুতরাং স্বয়ং খ্রীষ্টই সেই জীবনবাণী।

আর কী করে সেই জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল? তা আদি থেকেই ছিল বটে, কিন্তু সেসময় মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করেনি ; সেই স্বর্গদূতদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল যাঁরা তাকে দেখতেন ও খাদ্যরূপেই যেন গ্রহণ করতেন। কিন্তু শাস্ত্র কী বলে? *মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি।*

সুতরাং জীবন নিজেই আত্মপ্রকাশ করল, কেননা আত্মপ্রকাশের অর্থই যে, কেবল হৃদয়েই যা দৃষ্টিগোচর, তা চোখেও দৃষ্টিগোচর হবে যেন হৃদয়কে নিরাময় করতে পারে। বস্তুত কেবল হৃদয়েই বাণী দৃষ্টিগোচর, মাংস কিন্তু দৈহিক চোখেও দৃষ্টিগোচর। এমনটি ঘটল যাতে আমরা বাণী দেখতে পাই : বাণী হলেন মাংস আমরা যেন সেই মাংস দেখতে পাই ও আমাদের মধ্যে নিরাময় হতে পারে সেই অন্তর যা দ্বারা আমরা বাণীকে দেখতে পাই।

সাধু যোহন বলে চলেন, *তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি যা পিতার কাছে ছিল এবং আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে,* যার অর্থ হল, আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে, বা আরও সহজে, আমাদের কাছেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি : প্রিয়জনেরা, একথা ভালোমতই উপলব্ধি কর : *যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,* তাঁরা মাংসে উপস্থিত স্বয়ং প্রভুকে দেখেছেন, প্রভুর মুখ থেকেই সেই কথা শুনেছেন ও আমাদের কাছে সেই সংবাদ দিয়েছেন। তাই আমরাও শুনেছি, কিন্তু দেখিনি।

তবে কি, যাঁরা শুনেছেন ও দেখেছেন, তাঁদের চেয়ে আমরা কি কম ভাগ্যবান? তাহলে কেন তিনি বলে চলেন, *তোমরাও যেন আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা লাভ কর।* তাঁরা দেখেছেন, আমরা কিন্তু দেখিনি, তবুও আমরা সহভাগী, কেননা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গেই আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা। আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি, আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়। অর্থাৎ, একই সহভাগিতায়, একই ভালবাসায়, একই একতায় আনন্দের পূর্ণতা।

শ্লোক

℣ ইনি সেই ধন্য যোহন, যিনি শেষ ভোজের সময়ে প্রভুর কোলে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।
℟ ধন্য সেই প্রেরিতদূত, যাঁর কাছে প্রকাশিত হল স্বর্গীয় মর্মসত্য।
℣ তিনি স্বয়ং প্রভুর পুণ্য বুক থেকেই সুসমাচারের জল পান করলেন।
℟ ধন্য সেই প্রেরিতদূত, যাঁর কাছে প্রকাশিত হল স্বর্গীয় মর্মসত্য।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - আকুইলেয়ার বিশপ সাধু ক্রমাতিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ২:১-৫**

খ্রীষ্ট তাঁকে ভালবাসলেন

প্রভুর সকল শিষ্যের মধ্যে যোহন সবচেয়ে যুবক; বয়সে সবচেয়ে যুবক, কিন্তু বিশ্বাসে ইতিমধ্যেই প্রাচীন; আর সুসমাচার প্রধানদের মধ্যেই তাঁকে স্থান দেয়: প্রভু যতবার প্রেরিতদূতদের মধ্য থেকে একটি ছোট দল সঙ্গে নিতেন, ততবার তাঁদের মধ্যে যোহন উপস্থিত থাকতেন। মৃত যুবতীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি যখন সমাজগৃহের অধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন পিতর ও যাকোবের সঙ্গে তিনি যোহনকেও বেছে নিয়েছিলেন: তিনি চেয়েছিলেন, এই তিনজন হবেন সেই পুনরুত্থানের সাক্ষী। তাঁর দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল: প্রথমত, *সবকিছু দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথায় নিষ্পন্ন হোক,* ঐশবিধানের এই নির্দেশ যেন পালিত হয়; দ্বিতীয়ত, পরমত্রিত্বের বিশ্বাস ও অনুগ্রহ গুণে ছাড়া কেউই পাপ-মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করতে পারে না। ত্রিত্ব-মর্মসত্য জানাবার জন্যই তো যুবতীর পুনরুত্থানের সময়ে প্রভু তিন সাক্ষীর উপস্থিতি চেয়েছিলেন।

যখন তিনি সেই পর্বতে শিষ্যদের কাছে আপন গৌরব প্রকাশ করতে চাইলেন, তখন পিতর ও যাকোবের সঙ্গে তিনি যোহনকেও সঙ্গে নিলেন। তিনি এ তিনজনকে সঙ্গে করে *একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন; আর হঠাৎ মোশী ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন।* আর স্বর্গ থেকে পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন। তাঁর কথা শোন।*

এখানেও রহস্যটি লক্ষ কর, কেমন করে ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের ঈশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বর্গ থেকে পিতাই পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; মর্ত থেকে তিন শিষ্যকে বেছে নেওয়া হয়; মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করেছেন বিধায় পাতালের সাক্ষীরূপে মোশীকেই আহ্বান করা হয়; আর যেন খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা থেকে কোন স্থান অনুপস্থিত না থাকে, সেজন্য যাঁর মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়নি, পরমদেশ থেকে সেই এলিয়কেই আহ্বান করা হল, যাতে করে ঈশ্বরের এমন সাক্ষী থাকতে পারতেন যাঁরা সবদিক ও সব স্থান থেকেই আগত: স্বর্গ থেকে, মর্ত থেকে, পরমদেশ থেকে ও পাতাল থেকে। এখানেও, প্রেরিতদূতদের প্রধানদের মধ্যে যোহন উপস্থিত।

যন্ত্রণাভোগের সময়, যখন বিশ্বপরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পুত্র ক্রুশে ঝুলছিলেন, প্রভু তখন যোহনের হাতে ছাড়া অন্য কারও হাতে আপন মাতাকে সঁপে দেননি; তিনি যোহনকে বলেছিলেন, *এই যে, তোমার মা!* আর মাকে বলেছিলেন, *এই যে, তোমার সন্তান!* তিনি আপন মাতাকে ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন এমন নয়,—তিনি তো দিব্য প্রসন্নতার সঙ্গে সকলকে পালন করেন, তিনি তো সকলের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক—, বরং মায়ের প্রতি আপন ভালবাসা দেখানোর জন্যই তিনি তাঁকে যোহনের হাতে সঁপে দিলেন। প্রভু মারীয়ার প্রতি আপন সন্তানসুলভ ভক্তি দেখাতে চাইলেন, কেননা তিনি নিজেই সমস্ত ভালবাসার উৎস। সুতরাং, এখানেও প্রেরিতদূতদের মধ্যে যোহনই মনোনীত। তাঁর বিশেষ সদ্‌গুণাবলির জন্যই তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের বিশেষ ভালবাসার পাত্র।

যন্ত্রণাভোগের পর, প্রভুর পুনরুত্থানের সংবাদে, পিতর ও যোহন সমাধিগুহা দেখতে ছুটে গেলেন। যদিও পিতরের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তিনি সমাধিগুহার মধ্যে ঢোকেননি, যোহনই সেখানে প্রথম পৌঁছলেন। খ্রীষ্টপ্রেম তাঁকে যেন ঠেলাই দিচ্ছিল বিধায় তিনি পিতরের আগে আগে ছুটে পৌঁছলেন, কিন্তু বিনম্রতার খাতিরে থামলেন: ভালবাসার উদ্দীপনায় আগে আগে ছুটলেন, কিন্তু প্রেরিতদের প্রধানের সম্মানের খাতিরে ঢুকলেন না: তাতে তিনি পিতরের প্রতি বিনম্রতা ও খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস দু'টোই বজায় রাখলেন। সাধু যোহন একটি সুসমাচারও লিখলেন, যার বিশেষ গুণ ও স্বীয় বৈশিষ্ট্য সকলের কাছে জানা। যোহন-রচিত সুসমাচার ভ্রান্তমতের বিপক্ষে সত্য রক্ষার জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, কেননা স্পষ্টই ঘোষণা করে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও প্রমাণ করে তিনি ঈশ্বর।

আজ তেমন মহা প্রেরিতদূতের পর্ব: এসো, আমরা যথোচিত সম্মান দেখিয়ে এ পর্বটি উদ্‌যাপন করি, তাঁর প্রার্থনার সহায়তায় আমরা যেন সেই শাশ্বত গৌরবে পৌঁছতে পারি, ঈশ্বর যে গৌরব আপন পুণ্যজনদের জন্য প্রস্তুত করেন।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১৬; রো ৫:৮

প্র এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম, কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:

উ সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

প্র ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

উ সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

২৮শে ডিসেম্বর

নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণ

পর্ব

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১:৮-১৬,২২

মিশরে শিশুদের হত্যাকাণ্ড

একসময় মিশরে এমন এক নতুন রাজা আসন গ্রহণ করলেন, যিনি যোসেফের কথা কখনও শোনেননি। তিনি তাঁর জনগণকে বললেন, 'দেখ, আমাদের চেয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের জাতির সংখ্যা ও শক্তি বেশি। এসো, আমরা ওদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে এমন ব্যবস্থা নিই, যেন ওদের লোকসংখ্যা আর বাড়তে না পারে; নইলে যুদ্ধ বাধলে ওরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর অবশেষে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে।' সেই অনুসারে তাদের উপরে এমন মেহনতি কাজের সরদারদের নিযুক্ত করা হল, যারা তাদের উপর কঠোর পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে দিল; আর তারা ফারাওর জন্য পিথোন ও রাম্সেস এই দু'টো ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ করল। কিন্তু তাদের উপর যত বেশি অত্যাচার চালানো হল, তারা সংখ্যায় তত বেশি বেড়ে চলতে ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ফলে মিশরীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের ব্যাপারে ভয় পেতে লাগল। তাই মিশরীয়েরা নির্মম ভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের দাসত্ব-কাজে বশীভূত করল; কঠোর দাসত্ব দ্বারা তারা তাদের জীবন তিক্তই করে তুলল: তাদের দ্বারা গাঁথনির মসলা তৈরি করাল, ইট প্রস্তুত করাল, মাঠে-খামারে নানা রকম কাজ করাল: এ ধরনেরই সমস্ত দাসত্বের কাজ তাদের উপরে নির্মম ভাবে চাপিয়ে দিল।

পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পুয়া নামে দুই হিব্রু ধাত্রীকে বলে দিলেন, 'তোমরা যখন হিব্রু স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকাজ কর, তখন প্রসবাধারের পাথর দু'টোর দিকে লক্ষ রাখ, ছেলে হলে তাকে মেরে ফেল, মেয়ে হলে তাকে বাঁচতে দাও।' তখন ফারাও তাঁর সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা নবজাত প্রতিটি ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের বাঁচতে দেবে।'

শ্লোক ইসা ৬৫:১৯; প্রত্যা ২১:৪,৫ দ্রঃ

প্র আমার জনগণের জন্য আনন্দের কথা:

উ তাদের মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।

প্র মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না। দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।

উ তাদের মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু কুওদ্ভুল্ত্দেউসের উপদেশাবলি বিশ্বাসোক্তি, ২য় উপদেশ

তাদের এখনও কথা ফোটেনি,
অথচ খ্রীষ্টকে স্বীকার করছে

ছোট শিশু রূপেই মহান রাজা জন্ম নেন। পণ্ডিতগণ দূর থেকে তাঁর কাছে চালিত হন; তাঁরা এমন একজনকে পূজা করতে আসেন, যিনি এখন জাবপাত্রে শোয়ানো থেকেও তবু স্বর্গে রাজত্ব করেন। পণ্ডিতগণ রাজার কাছে নবজাতের সংবাদ দিলে হেরোদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, এবং রাজ্য না হারাবার জন্য তাঁকেই হত্যা করতে চায়, যাঁর

উপর বিশ্বাস রাখলে সে এজীবনে নিরাপদ হয়ে থাকত ও পরজীবনে অনন্তকাল ধরেই রাজত্ব করত।

কিসের ভয় করছ, হেরোদ, নবজাত রাজার কথা শুনে? তোমাকে পদচ্যুত করতে নয়, শয়তানকেই জয় করতে তিনি এলেন। কিন্তু তুমি একথা না বুঝে উদ্বিগ্ন ও রাগান্বিত; আর যাঁকে খোঁজ করছ, সেই একজনকে বিনাশ করার জন্য তুমি এতগুলো শিশুর মৃত্যু ঘটিয়ে হিংস্রতা দেখাচ্ছ।

মাতাদের দুঃখে মায়া, সন্তানদের মৃত্যুতে পিতাদের শোক, শিশুদের চিৎকার ও কান্না, কিছুই তোমার মন ফেরাতে পারে না। অন্তরে আতঙ্ক তোমাকে হত্যা করে বিধায়ই তুমি শিশুদের প্রাণে মার; আর স্বয়ং জীবনকে হত্যা করার চেষ্টা করতে করতে তুমি মনে করছ, যা কামনা কর তা পূরণ করতে পারলে তুমি দীর্ঘজীবী হতে পারবে।

অথচ যিনি অনুগ্রহের উৎস, যিনি একাধারে ছোট ও মহান, তিনি জাবপাত্রে শুয়ে থেকেও তোমার সিংহাসন টলিয়ে দিচ্ছেন; অজান্তে তোমারই মাধ্যমে তিনি তাঁর আপন লক্ষ্য পূরণ করছেন, এবং শয়তানের বন্দিদশা থেকে মানবাত্মাকে মুক্ত করছেন। তিনি শত্রুদের সন্তানদের দত্তকপুত্র বলে গ্রহণ করলেন।

অজান্তে শিশুরা খ্রীষ্টের জন্যই মরছে, মাতাপিতারা সাক্ষ্যমরদেরই মৃত্যুতে সন্তাপ করছেন। তাদের বাক্‌শক্তি এখনও না থাকলেও খ্রীষ্ট তাদের নিজের উপযুক্ত সাক্ষী করে তোলেন। যিনি রাজত্ব করতে এসেছিলেন, এই যে কীভাবে তিনি রাজত্ব করেন। এই যে, মুক্তিসাধক এখন থেকেই মুক্তি এনে দিচ্ছেন, আর পরিত্রাতা পরিত্রাণ অর্পণ করছেন।

তুমি কিন্তু, হেরোদ, একথা না জেনে উদ্বিগ্ন ও রাগান্বিত: এমনকি শিশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে করতে তুমি অজান্তে তাঁকে সম্মান আরোপ করছ। আহা, অনুগ্রহের মহাদান! কোন্ গুণ দেখিয়ে এ শিশুরা এত মহা বিজয় লাভ করল? তাদের এখনও কথা ফোটেনি, অথচ তারা খ্রীষ্টকে স্বীকার করছে। অঙ্গগুলি অচলা বলে তারা এখনও সংগ্রামে নামতে অযোগ্য, অথচ তারা বিজয়মালা বহন করছে।

শ্লোক প্রত্যা ৫:১৪; ৪:১০; ৭:১১ দ্রঃ

প্র চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন যিনি, তাঁরা তাঁকে আরাধনা ক'রে
উ প্রভুর সিংহাসনের সামনে নিজ নিজ মুকুট নামিয়ে রাখলেন।
প্র তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত ক'রে
উ প্রভুর সিংহাসনের সামনে নিজ নিজ মুকুট নামিয়ে রাখলেন।

***বিকল্প* (জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ানের পত্রাবলি **পত্র ৫৮:৬-৭**

যে বয়স সংগ্রামের জন্য অক্ষম ছিল,
সেই বয়স বিজয়মালা লাভ করতে প্রস্তুত হল

খ্রীষ্টের জন্মের পর পরেই ঘটল সেই শিশুদের সাক্ষ্যমরণ, যাদের তাঁর কারণে দু'বছর বয়সে হত্যা করা হল। যে বয়স সংগ্রামের জন্য অক্ষম ছিল, সেই বয়স বিজয়মালা লাভ করতে প্রস্তুত হল। নিরপরাধী বাল্যকালকে হত্যা করা হল যাতে তাদেরই নিরপরাধিতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে পারে যারা খ্রীষ্টের কারণে মৃত্যু ভোগ করে। যখন সেই শিশুরাও সাক্ষ্যমরণ ভোগ করে, তখন প্রমাণিত হয় যে, কেউই নির্যাতনের বিপদ থেকে মুক্ত নয়।

যখন খ্রীষ্ট প্রথম কষ্টভোগ করলেন, তখন খ্রীষ্টের দাস সেই খ্রীষ্টানের পক্ষে কষ্টভোগ অস্বীকার করা কতই না গুরু অপরাধ; যিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ, তিনি যখন আমাদের জন্য দুঃখক্লেশ ভোগ করলেন, তখন আমাদের পক্ষে আমাদের নিজেদের পাপের জন্য দুঃখক্লেশ ভোগ অস্বীকার করাও কতই না গুরু অপরাধ। ঈশ্বরের পুত্র যন্ত্রণাভোগ মেনে নিলেন যাতে আমাদেরও ঈশ্বরের সন্তান করতে পারেন, আর মানবসন্তান যন্ত্রণাভোগ অস্বীকার করে, ফলে ঈশ্বরসন্তান হতে অসম্মতি জানায়! জগৎ আমাদের ঘৃণা করে, এজন্য যদি আমাদের কষ্টভোগ করতে হয়, তবে খ্রীষ্টই তো প্রথম জগতের ঘৃণা ভোগ করলেন; আমাদের যদি তামাশা, পলায়ন বা নিপীড়ন ভোগ

করতে হয়, তবে বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু গুরুতর পর্যায়ে সেইসব ভোগ করলেন; তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে। তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু তোমরা জগতের নও, বরং আমি তোমাদের বেছে নিয়ে জগৎ থেকে পৃথক করে দিয়েছি, এজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন করবে।*

আমাদের ঈশ্বর প্রভু যা শিখিয়ে দিলেন, তা বাস্তবায়িতও করলেন, যে শিষ্য শেখে অথচ কিছুই বাস্তবায়িত করে না, সেই শিষ্যের যেন কোন ছুতা না থাকে।

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, তোমাদের কেউই যেন ভাবী নির্যাতনের ভয়ে, বা আগমনকারী সেই খ্রীষ্টবৈরীর আবির্ভাবে অভিভূত না হয়ে পড়ে; সে যেন এমন ভয়ে অভিভূত না হয় যে, সুসমাচারের সুমন্ত্রণা ও ঊর্ধ্ব থেকে আগত যত আদেশ ও সতর্কবাণী দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত ও অধিক প্রস্তুত বলে তাকে না পাওয়া যায়!

খ্রীষ্টবৈরী আসছে বটে, তবু খ্রীষ্ট সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হন। শত্রু যত হিংস্রতার সঙ্গে আমাদের পীড়ন করছে, তবু প্রভু সঙ্গে সঙ্গেই এসে আমাদের যন্ত্রণা ও ক্ষতের প্রতিশোধ নেন। বিরোধী ক্রোধ দেখায় ও হুমকি দেয়, তবু একজন আছেন যিনি তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিতে সক্ষম। আমাদের তাঁকেই ভয় করতে হবে, যাঁর ক্রোধ থেকে কেউই রেহাই পেতে পারে না; তিনি নিজেই তো আগে থেকে আমাদের সতর্ক করেন: *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ৪:১৪,১৫; রো ৮:২৮ দ্রঃ

প্র তিনি ধূর্ততা থেকে তাদের শীঘ্রই তুলে নিলেন,
উ কেননা অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য, সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।
প্র তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে,
উ কেননা অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য, সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।

২৯শে ডিসেম্বর

সাধু টমাস বেকেট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে:

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু টমাস বেকেটের পত্রাবলি **পত্র ৭৪**

সে-ই মাত্র জয়মুকুট লাভ করবে,
নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে সংগ্রাম করবে

আমাদের বিষয়ে লোকে যা বলে, তা নিয়ে যদি আমাদের কোন চিন্তা থাকে, আর আমরা, যাদের বিশপ ও মহাযাজক বলে, যদি আমাদের সেই নাম দু'টোর অর্থ জানতে চাই, তাহলে অবিরত তৎপরতার সঙ্গে আমাদের তাঁরই আদর্শ ধ্যান ও অনুকরণ করতে হবে, যিনি, ঈশ্বর দ্বারা চিরকালীন মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়ে, ক্রুশ-বেদির উপরে পিতার কাছে আমাদের হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করলেন ও প্রত্যেককে তার কাজের যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্য স্বর্গের উচ্চতম মানমন্দির থেকে সকল মানুষের কাজকর্ম ও সঙ্কল্প অবিরতই লক্ষ করে থাকেন।

বস্তুত আমরা, মণ্ডলীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রেরিতদূতদের ও প্রৈরিতিক ব্যক্তিদের উত্তরসূরী রূপে পৃথিবীতে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ করেছি, তাঁর নামের গৌরব ও তাঁর পদমর্যাদা লাভ করেছি, এ জীবনকালে তাঁর আধ্যাত্মিক পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত হয়েছি, যাতে আমাদের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে পাপ ও মৃত্যুর আধিপত্য বিনষ্ট হয় এবং খ্রীষ্টের গৃহ বিশ্বাসে ও সদ্‌গুণ বৃদ্ধিলাভে সুসংবদ্ধ হয়ে মন্দিররূপে প্রভুতে গড়ে ওঠে।

আর বিশপের সংখ্যা সত্যিই বিপুল। অভিষেকের দিনে আমরা তৎপরতা বিষয়ে আর শিক্ষাদানে ও শাসনকর্মে পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছি, এমনকি প্রতিদিন কথায় তা স্বীকার করি, কিন্তু—ঈশ্বর করুন—

প্রতিশ্রুতির প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা যদি আমাদের কাজকর্মের সাক্ষ্যদানে সপ্রমাণ করা হত! ফসল প্রচুরই বটে, আর প্রভুর গোলাঘরে তা সংগ্রহ ও একত্রিত করার জন্য একজন তো যথেষ্ট হতই না, অল্প কয়েক জনও নয়।

তথাপি কেইবা সন্দেহ করে, রোম মণ্ডলীই সমস্ত মণ্ডলীগুলোর মাথা ও কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের উৎস? কেইবা না জানে, স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি পিতরকেই দেওয়া হয়েছে? যতদিন না আমরা সকলে বিশ্বাসের একতায় ও ঈশ্বরের পুত্র-জ্ঞানে পূর্ণ পরিপক্ক মানবরূপে সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই, ততদিন সমগ্র মণ্ডলীর গঠন কি পিতরের বিশ্বাস ও শিক্ষার উপরে স্থাপিত নয়?

প্রয়োজন রয়েছে, অনেকেই পুঁতবে, অনেকেই জল দেবে: বাণী-বিস্তার ও জাতিগুলির সংখ্যা-বৃদ্ধি তাই চায়; প্রাক্তন সেই যে জাতি, যার একটামাত্র বেদি যথেষ্ট ছিল, তার পক্ষেও বহু শিক্ষাগুরু দরকার ছিল; তবে মহত্তর কারণেই এখন, যখন এতগুলো জাতি আগমন করছে ও ভেসে আসছে—তাদের পক্ষে বলিদানের ইন্ধনের জন্য লেবানন যথেষ্ট হবে না, আর আহুতির জন্য লেবাননেরই শুধু নয়, সমস্ত যুদেয়ার যত পশুও যথেষ্ট হবে না।

যে জল দেয় ও পোঁতে সে যেই হোক, ঈশ্বর কিন্তু কেবল তারই বৃদ্ধি ঘটান, পিতরের বিশ্বাসে যে পুঁতেছে ও পিতরের ধর্মশিক্ষায় যুক্ত।

আর সত্যি, যখন জনগণের সেই গুরুতর ব্যাপার উত্থাপিত হয় যেগুলো পুণ্যপিতা দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার কথা, তখন তাঁকেই লক্ষ করা হয়; মণ্ডলীর বিচারকদেরও তাঁরই অধীনে অধিষ্ঠান করা হয়, কেননা তাদের দেওয়া ক্ষমতা অনুশীলন করার জন্য তারা তাঁরই তৎপরতার অংশীদার হতে আহূত।

অবশেষে স্মরণে রাখ কীভাবে আমাদের পিতৃগণ পরিত্রাণ পেয়েছেন; কীভাবে ও কতগুলো প্রতিকূলতার মধ্যেই না মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিস্তার লাভ করেছে; কতগুলো আর কী ধরনের ঝড়ঝঞ্ঝা পিতরের সেই জাহাজ, খ্রীষ্টই যার প্রধান চালক, অতিক্রম করেছে; কেমন করে মালা জয় করেছে সেই সকলে যাদের বিশ্বাস ক্লেশের মধ্যেই উজ্জ্বলতর ভাবে উদ্ভাসিত। নিখিল সাধুসাধ্বীর দল এভাবেই অগ্রসর হল, যাতে সবসময়ের মত একথা সত্য হয়ে ওঠে যে, সে-ই মাত্র জয়মুকুট লাভ করবে, নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে সংগ্রাম করবে।

শ্লোক ২ তি ৪:৭-৮ দ্রঃ

প্র প্রভুর কাছ থেকে তুমি ধর্মময়তার মুকুট পেয়েছ;
উ তুমি গৌরব-বসনে পরিবৃত; তোমার মধ্যে বাস করেন ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।
প্র তুমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছ, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছ; এখন তোমাকে দেওয়া হয়েছে ধর্মময়তার মুকুট;
উ তুমি গৌরব-বসনে পরিবৃত; তোমার মধ্যে বাস করেন ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

৩১শে ডিসেম্বর

পোপ প্রথম সিলভেস্তার

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে:

দ্বিতীয় পাঠ - সীজারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'মণ্ডলীর ইতিহাস' **পুস্তক ১০:১-৩**

কন্‌স্তান্তাইনের দেওয়া শান্তি

সবকিছুর জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও বিশ্বরাজার গৌরব হোক; আমাদের আত্মার ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক সেই যীশুখ্রীষ্টকেও ধন্যবাদ দেওয়া হোক, যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের শান্তি দৃঢ় ও স্থিতমূল হয়ে সুরক্ষিত হতে পারে, বাহ্যিক ব্যাপার ও আত্মার যত অসুবিধা ও অস্থিরতা থেকেও চিরমুক্ত হয়ে সুরক্ষিত হতে পারে।

উজ্জ্বল ও সুন্দর এক দিন, কোন মেঘেও আর আচ্ছাদিত নয় তেমন এক দিন বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত খ্রীষ্টমণ্ডলীগুলিকে দিব্য জ্যোতির প্রভায় উদ্ভাসিত করছিল। যারা আমাদের ধর্মীয় সাহচর্যের অংশী নয়, তাদের পক্ষেও, যদিও অসম্পূর্ণ ভাবে, অবশ্যই সেই সমস্ত মঙ্গলদানেরই একপ্রকার অংশ বা প্রবাহ পাওয়া সম্ভব ছিল, যা

আমাদের জন্য ঈশ্বর দ্বারাই দেওয়া হচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আমরাই, যারা খ্রীষ্টেই আশা সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করেছিলাম, অবিশ্বাস্য আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলাম; কেমন যেন দিব্যই ফুর্তি সকলের মুখ উৎফুল্ল করছিল; কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, কিছুকাল আগে স্বৈরশাসকদের ধর্মবিরোধিতা যে সকল জায়গা উল্টাপাল্টা করেছিল, এখন তা যেন দীর্ঘস্থায়ী সর্বনাশা মড়ক থেকেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে; সকল মন্দির পুনরায় মর্ত থেকে অপরিসীম উচ্চতায় উন্নতশির হয়ে উঠছিল, এবং এমন গৌরবময় সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ছিল, যা সেগুলোর ধ্বংসের আগেকার সৌন্দর্যের চেয়েও উজ্জ্বল।

বস্তুত আমাদের চোখের সামনে এমন দৃশ্য প্রতীয়মান ছিল, যা সকলেরই প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত, যেমন: প্রতিটি নগরে গির্জা-উৎসর্গ উৎসব ও নবনির্মিত উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা; তাছাড়া বিশপদের সম্মেলনী, দূর থেকে ও বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রীদের আগমন, জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহৃদয়তা, খ্রীষ্টদেহের অঙ্গগুলি গভীর একতায় সুসংবদ্ধ।

নবীর যে বাণী দ্বারা ভাবী ঘটনা কেমন যেন রহস্যময় ছবিতেই পূর্বঘোষিত হয়েছিল, সেই অনুসারে *এক একটা হাড় যার যার বিশেষ হাড়ের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল।*

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঐশআত্মার যে শক্তি ছড়িয়ে যেত, তা এক ছিল; সকলের আত্মা এক; বিশ্বাসের একই উদ্দীপনা; যারা স্তুতি-বন্দনায় ঈশ্বরের উপাসনা করত, সেই সকলের গান এক। তাছাড়া বিশপদের অনুষ্ঠানাদি একেবারে সঠিক, পুরোহিতদের যজ্ঞানুষ্ঠান নিখুঁত, মণ্ডলীর যত অনুষ্ঠান মহিমময় ও একপ্রকারে দিব্য—একদিকে সামসঙ্গীত গান ও আমাদের কাছে দিব্যভাবে সম্প্রদান করা শাস্ত্রের অন্যান্য বাণী শ্রবণ, অপরদিকে ঐশ ও রহস্যময় সেবাকর্মে যোগদান। উপরন্তু পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের রহস্যময় প্রতীক-চিহ্নটি সম্প্রদান করা হত। অবশেষে সকল বয়স ও উভয় লিঙ্গের বহু মানুষ প্রার্থনা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ভক্তিভরে যোগ দিয়ে মনের পরম আনন্দে মঙ্গলদানের নির্মাতা সেই ঈশ্বরকে আরাধনা করত।

শ্লোক কল ৩:১৫; গা ৩:২৮; সাম ১৪৯:১

প্র খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ।
তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।
উ খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলে এক।
প্র প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।
উ খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলে এক।